



# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।



হুম্মত	.....	ভারতরাজ ।
মাধবা	.....	হুম্মতের বয়স্য ।
মহর্ষি কণ	.....	শকুন্তলার পালয়িতা ।
মাতলি	.....	ইজের সারথি ।
মহর্ষি কশাপ ।		
সারদ্বত	}	..... তাপসকুমার ।
শাকরব		
সেনাপতি, পুরোহিত, তাপসকুমার, প্রতীহারী, কঙ্কী, ধীবর, রক্ষিপ্ৰধান, রক্ষক শিশু ইত্যাদি ।		
শকুন্তলা	.....	অঙ্গরা যেনকার কন্যা ।
প্রিয়বদা	}	..... শকুন্তলার সখী ।
অননুয়া		
পৌতষী	.....	কণের ভগিনী ।
মিশ্রকেশী	.....	অঙ্গরা যেনকার সখী ।
বনদেবী, তপস্বিনী, অনঙ্গসহচরী ।		





কনক-পদ্ম।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুষ্প-কানন, পশ্চাতে পর্বত-শ্রেণী।

মিশ্রকেশীর প্রবেশ।

মিশ্র।

( গীত )

জুড়াতে তাপিত দেহ শীতল বারি-শীকরে  
পবন তটিনী-নীরে বহিতেছে ধীরে ধীরে।  
সৌরভ মাখিতে অঙ্গে, দেখ দেখ কিবা রঙ্গে,  
ভ্রমরে উড়ায়ে ধায়, পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে।

[ বন-দেবীর প্রবেশ। ]

বন। মিশ্রকেশি, অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ হল।  
আমি আগ্নের হরিৎ বর্ণ গাঢ়তর করছিলাম, এমন সময়  
তোমার কণ্ঠস্বর কণ্ঠে বর্ষণ হল। অমনই চলে এলাম।

মিশ্র। আমি যখন বায়ুভরে অবতরণ করি, তখন দেখলাম তুমি মালিনী নদীর প্রস্রবণের চঞ্চল স্রোতের উপর দিগে যাচ্ছ। তার পর আর তোমাকে দেখতে পেলেম না।

বন। আমি সেই স্থানেই ছিলাম, কেবল একবার হিমালয়ের একটি গুহার মধ্যে যেতে হয়েছিল। সে যাক, তুমি যে আজ চিরবসন্তালয় অমরাবতী ছেড়ে আমার এই গ্রীষ্ম-নিপীড়িত বনে এসেছ এ আমার পরম মৌভাগ্য। এসেছ, একবার কানন দেখে যাও।

মিশ্র। গ্রীষ্মের ফুলকলে কানন সুশোভিত করা হল কি ?

বন। হ্যাঁ। নাগকেশরের কেশর, বর্ণ, মৌরভ সবই সজ্জন হয়েছে, শিরীষ কুসুমের পরাগ এখনও হয় নাই, দুই এক দিনের মধ্যে হবে। বৃষ্টি অভাবে তরুলতাগণ অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে। তুমি যখন অমরাবতীতে ফিরে যাবে তখন দেবরাজকে বলও আমার কাননে বৃষ্টির অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে।

মিশ্র। শচীপতি আরও বলছিলেন মহারাজ দুয়ন্ত এখানে যুগয়া করতে এসেছেন, তাঁর কষ্ট না হয় এই জন্য আজ সন্ধ্যার পর বৃষ্টি হবে। ক্ষীরোদ সমুদ্রে এতক্ষণে মেঘের জন্ম হল।

বন। মহারাজ দুয়ন্ত যেখানে যান সেইখানেই সুখশান্তি আগমন করে।

মিশ্র । মহারাজ হুয়ন্ত এ স্থানে এসেছেন বলে আমি তোমাকে বিরক্ত করতে এলেম । একটা কাজ আছে ।

বন । কি কাজ করতে হবে বল, আমি পরম আত্মাদের সহিত করছি ।

মিশ্র । সখী মেনকা আপন কন্যাকে তোমার হস্তে সম-  
র্পণ করে নিশ্চিস্ত হয়েছেন ।

বন । শকুন্তলা এখন আমারই কন্যা ।

মিশ্র । মেহ সকলকেই নিকট করে । তুমি যে যত্নে শকুন্তলার রক্ষণাবেক্ষণ করছ তা কে না জানে ? শকুন্তলারই হিতের জন্য আমি এসেছি । দেবি, সুধা দেবতাদিগের জন্য সৃষ্ট, রাজেন্দ্র হুয়ন্তের জন্য শকুন্তলার জন্ম । উভয়ের শুভ মিলনের সুসময় উপস্থিত ।

বন । অতি সুসময়ই বটে । এখন কি প্রকারে বল দেবি উভয়ের শুভ বিবাহ সংঘটন করা যায় ?

মিশ্র । চল আমরা অলক্ষিতে মায়াবলে মহারাজকে মহর্ষি কণ্ণের তপোবনে আনয়ন করি ।

বন । বেশ বলেছ, চল, বিলম্বে প্রয়োজন নাই । মহা-  
রাজের শিবির তপোবনের পার্শ্বেই সংস্থাপিত হয়েছে ।

[ উভয়ে নিকৃান্ত ।

## দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

তপোবনস্থ উদ্যান ।

শূন্য কোমল বাদ্য ।

সুস্থিত ভাবে ছন্দস্তর প্রবেশ ।

১ ছন্দ । ( স্বগত ) স্বর্গ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হল, না পৃথিবীই স্বর্গ হল ? কি মধুর শব্দ ! ত্রিভুবন মধুময় হল ; হৃদয় গলে গেল, শরীর গলে গেল । চলতে পারি নে, দাঁড়াতে পারি নে, ( হস্ত হইতে স্থলিত হইয়া ধমুর্কাণের পতন ) তবু আকর্ষণ করছে ; আকর্ষণ করে নিয়ে চলল, অমৃতস্রোতে ভেসে চল-  
লেম । যেখানে নে যায় সেই থানেই যাব । ( গমনশীল শব্দের পশ্চাৎ গমন, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে শব্দের নিস্তর হওন )  
নিস্তর হল—আমি কোথায় ? স্বর্গে না পৃথিবীতে ? ( চতুর্দিকে অবলোকন করিয়া ) অতি পবিত্র স্থান—তপোবন । হরিণশিশু  
গুলি নিভয়ে আমার দিকে নিরীক্ষণ করছে—এখানে নিষ্ঠু-  
রতা নাই । বৃক্ষ-কোটরস্থ অস্তির গুহশাবকের মুখ হতে নীবার-  
কণা ভূতলে পড়ছে । হোমগন্ধ এক একবার বায়ু এ দিকে  
নিয়ে আসছে, বৃক্ষশাখাশ্রিত আর্দ্র বল্কল হতে ঈষৎ রক্তবর্ণ  
জল বিন্দু বিন্দু পড়ছে । এ শাস্তি-নিকেতন, এখানে দেবতুল্য  
মহর্ষিগণ ঈশ্বর সহবাসে কালবাশন করেন । এ কোন্ মহাজ্ঞার  
তপোবন ? ( অগ্রসর হওন ) হঠাৎ দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হল—

সম্পত্তি সংসারে, আর সংসার এ স্থান হতে অনেক দূরে।  
এখানে কি লাভ হবে? হলেও পারে, কমলার স্থান বিচার  
নাই।

[ নেপথ্যে ] সখি, এ দিকে এস।

হুয়। ( চমকিত হইয়া ) জ্ঞীলোকের কঠরব! কি  
স্বপ্নধুর! এ স্থান কি ভুলোক ও সুরলোকের সার বস্তুতে  
পরিপূর্ণ? ( পরিক্রমণ ও নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি ) এঁরাই  
কি আমাকে সৌর বাদ্যে ভুলিয়ে এনেছেন? না, সে বাদ্য  
শূন্যভরে এ দিকে চলে এল। দেখি, এঁরাই বা দেবকন্যা।  
( দেখিয়া ) এঁরা বৃক্ষমূলে জলসেচন করতে যাচ্ছেন, হস্তে  
পূর্ণ জলপাত্র। কি সুন্দর গঠন, কি সুন্দর বর্ণ, কি সুন্দর  
গমন। এঁদের আগমনে পুষ্প-কুণ্ডের শোভা বৃদ্ধি হল।  
প্রথমে কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়েছে, এখন নয়ন পরিতৃপ্ত হল—  
( চমকিত হইয়া ) এ কি! কে যেন কাণে কাণে বললে পরি-  
শেষে হৃদয়ও পরিতৃপ্ত হবে। ( অনিমেষ নয়নে নেপথ্যের  
দিকে দৃষ্টি )

[ প্রিরষদা, অনহরা ও শকুন্তলার প্রবেশ ও তাহাদিগকে  
দর্শন করিয়া হুয়স্তের অন্তরালে গমন। ]

হুয়। (স্বগত) একটী—দুটী—তিনটী, শেষটী কুলনারহিত।

অন। শকুন্তলা, তোমার হাতের জল পেয়ে গাছগুলি  
বেস বাড়ে, ওরা যেন তোমাকে বড় ভাল বাসে।



শকু । সখি, গাছগুলিকে আমি আপন ভগিনীর মত  
দেখি । [জল সেচন ।

প্রিয় । গাছগুলির ফুল ফোটবার সময় হয়েছে ।  
[ জল সেচন ।

শকু । আমি কাল স্বপ্নে দেখেছি বাবা তীর্থ হতে ফিরে  
এসেছেন । আর এই গাছগুলি ফুলে ঢেকে পড়েছে, দেখে  
বাবা অত্যন্ত আশ্লাদিত হলেন ।

অন । কাল দাঁতউঁচ ঠাকুরটা এসেছিলেন, তিনি হারিত  
দাদাকে জিজ্ঞাসা করলেন “মহর্ষি কণ্ কবে আসবেন ?”  
হারিত দাদা বললেন “গ্রীষ্মের আবস্তে” ।

শকু । তবে বাবা এলেন বলে, গ্রীষ্ম তো আরম্ভ হয়েছে ।

হুম । (স্বগত) ইনি মহর্ষি কণের ছহিতা ?

শকু । আমার ডান কাঁধটায় বাকল বড় লাগছে, একটু  
সরিষে দেও না, বোন ।

হুম । (স্বগত) আহা, কি বেদনাই পেয়েছেন ! মলয়-  
বায়ুতে যে শরীরে বেদনা লাগে সেই শরীরে বল্কল পরিধান !

[ অননুয়া কর্তৃক শকুন্তলার দক্ষিণ ঝন্ধের  
বল্কল মোচন । ]

হুম । (স্বগত) মরি, কি অপার সৌন্দর্য্য ! মহর্ষি কণ্ কি  
কঠিন হৃদয় ! এই কোমল স্ত্রীকে বল্কল পরিষে রেখেছেন !  
হৃদয়াকান্ত মণি বর্ধমান হলেও তার আভা প্রকাশ পায়,

সুধাংশু কনক সত্ত্বেও অমৃত কিরণে জগৎ বিমোহিত করেন ।  
সৌন্দর্য্য সংস্পর্শে কদর্য্য বল্কলও সৌন্দর্য্যশালী হয়েছে ।

শকু । সখি, দেখ সহকারের পল্লবগুলি বাতাসে কেমন  
নড়ছে । (ঈষৎ হাস্ত করিয়া) ঠিক যেন আঙ্গুল নেড়ে আমা-  
দিগকে ডাকছে । চল আমরা গাছটির তলায় যাই ।

[ সকলের অগ্রসর হওন । ]

প্রিয় । সখি, গাছটির পাশে একবার দাঁড়াও না ।

শকু । কেন ?

প্রিয় । বলি তুমি একটা অপূর্ব লতা, সহকারের পাশে  
দাঁড়ালে বেস সাজবে এখন ।

শকু । (অধোবদনে) ভাই, তুমি নামেও প্রিয়স্বদা, কাছেও  
প্রিয়স্বদা ।

হুম । (স্বগত) মধুরভাষিনী প্রিয়স্বদা, ঠিক বলেছ—  
শকুস্বলা একটা অতি সুকোমল লতা, সুরঞ্জিত-পুষ্পময়, মনো-  
হর-সৌরভময় ।

অন । শকুস্বলা, দেখ, দেখ, তুমি সাধ করে যে মল্লিকা-  
টির বনতোষিনী নাম রেখেছিলে সেটা সহকারকে বিবে  
ক করেছে ।

শকু । (অগ্রসর হইয়া) তাই তো, আহা এ কি সুন্দর সময় !  
এখন তরুণতারও মিলন হচ্ছে । [ অনিমেষ নয়নে দর্শন ]

প্রিয় । ভাই অনসুয়া, বলতে পার কেন শকুস্বলা এক  
দৃষ্টিতে সহকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ?

## প্রথম অঙ্ক ।

অন। না ভাই। তুমি জান তো বল না।

প্রিয়। শকুন্তলা ভাবছেন বনতোষিনী যেমন মনের মত  
একটা বর পেয়েছে, আমারও এমনই একটা বর হয়।

শকু। এটা তোমারই আপন মনের কথা। [ দীর্ঘ হাস্য  
করিয়া আলবালে জলসেচন। ]

অন। শকুন্তলা, মহর্ষির অতি যত্নের মাধবী লতাটিতে  
জল দিতে ভুলে গেলে ?

শকু। আমি আপনাকে ভুলতে পারি, তবু মাধবী  
লতাটিকে ভুলতে পারি নে। বা প্রিয়স্বদা, দেখ দেখ।

প্রিয়। কি ভাই ?

শকু। অসময়ে মাধবী লতার কত কুঁড়ী ধরেছে।

প্রিয় ও অন। ঠেক, ঠেক, তাই তো বটে। সব ডালেই  
একেবারে কুঁড়ী ধরেছে।

প্রিয়। ভাই শকুন্তলা, মাধবী লতার মুকুল হয়েছে,  
তোমার ও বিয়ের দিন এসেছে।

শকু। (অল্প বিরক্তির সহিত) তুমি তামাসা বই আর  
জান না।

প্রিয়। যথার্থ আমি তামাসা করছি নে। এ আমার  
মনগড়া কথা নয়, আমি মহর্ষির আপন মুখে শুনেছি, তাই  
বলছি।

অন। আমিও শুনেছি। মহর্ষি বলেছিলেন, মাধবী লতার

কুল ফুটলে শকুন্তলার বিয়ে হবে । শকুন্তলা, তুমি কি শোন নি ?

প্রিয় । না শুনে কি ওঁর মাধবী লতার প্রতি এত যমতা হত ।

শকু । মাধবী লতাটি আমার ভগিনী, আমি তাকে ভাল বাসব না ? [ জল সেচন ।

দ্বয় । (স্বগত) শকুন্তলার মাতা কি ব্রাহ্মণকন্যা ? তা হলে দেখবা মাত্রই এঁর প্রতি আমার অমুরাগ জন্মাবে কেন ? ইনি কব্রজাকন্যা—দাধু জনের সন্দেহ অনেক সময়ে প্রবৃত্তির দ্বারা দূর হয় ।

শকু । (অস্থির হইয়া) ভ্রমরটা বড় দেখ করলে । মর, আমার মুখের চারি দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে । [ হস্ত দিয়া ভ্রমরকে দূর করিবার নিষ্ফল চেষ্টা ]

দ্বয় । (স্বগত) পুরবাসিনী রমণীরা কখনও কখনও সৌন্দর্য্য দেখাবার জন্য ছলক্রমে নানারূপ ভাব ভঙ্গি করে থাকে । কিন্তু এই কাননবাসিনী ভয়বিহ্বলা সরলা বালিকার স্বাভাবিক ক্রফুটি ও নয়নচাকলা দেখে হৃদয় মোহিত হল ।

শকু । যা, যা, যা ।

দ্বয় । ভ্রমর, তুমি অতি ভাগ্যবান । তুমি ঐ সুবিস্তৃত নয়নের অতি নিকটে গিয়ে কি অপূৰ্ণ শোভাই দেখছ । তোমার মনোহর গুণ গুণ স্বর আনন্দে মনুষ্যীকে শুনাচ্ছ । তুমি সুখে ভাসছ, আমার মন সন্দেহে আন্দোলিত হচ্ছে ।

শকু। যা, যা, যেখানে যাই সেই খানেই আসে যে।  
আলাতন করে মারলে। যা, যা। যায় না যে। (সামুনের)  
তোমরা আমাকে ছুঁতে হাত হতে রক্ষা কর।

প্রিয়। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ছুঁতে দমনকারী দুয়ন্তই  
এই তপোবনের রক্ষক, তাঁকে ডাক। আমরা ছুঁতে কি  
করতে পারি ?

● দুয়। (স্বগত) এদের নিকট যাবার এই উত্তম সময়। (কিঞ্চিৎ  
অগ্রসর হইয়া) ভয় নাই, (কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্গামী হইয়া স্বগত)  
এ কথা শুনে পাছে আমায় জানতে পারে। যাক, জানতে  
পারলে কৌশলে কাটিয়ে দেব এখন।

শকু। আপদ যে ছাড়ে না। (অগ্রসর হইয়া মুখ ফিরান)  
যা, যা, যা। আমাকে রক্ষা কর। ভাই, তোমাদের পায়ে  
ধরি, আমাকে রক্ষা কর।

দুয়। (অগ্রসর হইয়া) পৌরবরাজ সিংহাসনাধিকার  
ধাকতে কার সাধ্য যে স্নকুমারী তাপসকন্যার প্রতি অন্যায়-  
চরণ করে ?

[বালিকা দ্বয়ের চমকিত হওয়া]

অন। (শকুচিত ভাবে) মহাশয়, এমন কিছুই নয়। এই  
ভ্রমরটা সখীকে বিরক্ত করছে।

[হস্তদ্বারা ভ্রমরকে দূর করন।]

দুয়। (শকুচিত ভাবে শকুন্তলার প্রতি) মহর্ষিকন্যা,  
তপস্যার মন্তল তো ?

শকু। (নিকুন্তর)

প্রিয়। আপনি আতিথ্য স্বীকার করলে আমাদের তপস্যা সর্বাঙ্গমুন্দর হবে। শকুন্তলা, যাও কুটার হতে শীঘ্র অর্ঘ্য-পাত্র আন। (বারি প্রদান করিয়া) পা ধুন।

হুয়। (শকুন্তলার প্রতি) তাপসকন্যা, আমার জন্য আর কষ্ট নিতে হবে না। তোমাদের মধুর সম্ভাষণই যথেষ্ট আতিথ্য।

অন। মহাশয়, এই বেদীর উপর বসে বিশ্রাম করুন।

হুয়। তোমরাও তো শ্রান্ত হয়েছ—(হস্ত দ্বারা বসিতে বলা)

প্রিয়। অননুয়া, শকুন্তলা, বস।

[ সকলের উপবেশন ]

শকু। (স্বগত) মন আজ হঠাৎ এমন হল কেন ? কখনও তো এমন হয় নি।

হুয়। (ক্রমান্বয়ে প্রত্যেককে দেখিয়া) তোমাদের বয়সের ও সৌন্দর্যের যেমন মিল, মনেরও তেমনই মিল। তিন জনকে তিনবারে দেখলে এক জন বলে ভ্রম হতে পারে।

প্রিয়। (জনাস্তিকে অননুয়ার প্রতি) ইনি কে ? যেমন মনোহর-গম্ভীর-প্রকৃতি, তেমনই সুচতুর, সুমিষ্টভাষী—কোন বড় লোক হবেন।

অন। (জনাস্তিকে প্রিয়বদার প্রতি) জিজ্ঞাসা কর না।

প্রিয়। (জনাস্তিকে) আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করছি। (প্রকাশে)

আপনার মিষ্টালাপে আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হয়েছে, তাই সাহন করে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি।

হুম। ভাল জিজ্ঞাসা কর।

প্রিয়। আপনার দ্বারা কোন্ বংশ উজ্জ্বল হয়েছে? কোন্ দেশকে বা কাঁদিয়ে আপনি বনে এসেছেন? কেনই বা শরীরকে কষ্ট দিয়ে বনবাসীদিগের আশ্রমে আগমন করেছেন?

শকু। (স্বগত) আমারই মনের কথা প্রিয়স্বদা জিজ্ঞাসা করেছে।

হুম। (স্বগত) প্রকাশ করি কেমন করে? গোপনই বা রাখি কেমন করে? (চিন্তা করিয়া) উভয় পার্শ্বে আবর্ত, মধ্যস্থান দিয়ে যাওয়া অতি কঠিন। এই রূপই বলি। (প্রকাশে) পৌরবরাজের শাসনে তপোবনে মহর্ষিগণ নির্বিশেষে ধর্ম্যাচরণ করতে পারছেন কি না তাই দেখতে এসেছি।

প্রিয়। আজ তপোবনবাসীদের বড় শুভ দিন।

[ শকুন্তলার একবার হুমস্বের, একবার অনস্বয়ার প্রতি সলজ্জ ভাবে দৃষ্টি ]

প্রিয়। আহা, আজ যদি মহর্ষি তপোবনে থাকতেন—

শকু। (জনান্তিকে) তা হলে কি হত?

প্রিয়। বা দিবার তাই দিয়ে আজ অতিথি সৎকার করতেন।

শকু। (কাল্পনিক জোখের সহিত জনান্তিকে) যাও,

যাও । আমি কি তোমার অভিপ্রায় বুঝি নে ? হয় চূপ কর, না হয় আমি এখান হতে উঠে যাই । [ সরিয়া বসা ]

হুম । তোমার সখীর সম্বন্ধে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্ছে ।

প্রিয় । ইচ্ছা হচ্ছে, জিজ্ঞাসা করুন—আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, এ তো অমুগ্রহ ।

হুম । মহর্ষি কণ্ঠে চিরব্রহ্মচারী, অথচ ইনি তাঁর কন্যা, এ কেমন করে হতে পারে ?

প্রিয় । এ কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন । শুনুন—কৌশিক নামে মহাতপা একজন রাজা আছেন ।

হুম । তুমি রাজর্ষি কৌশিকের কথা বলছ ?

প্রিয় । আজ্ঞা হাঁ । ইনি তাঁরই কন্যা । কণ্ঠে এঁকে বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়ে প্রতিপালন করেছেন ।

হুম । বটে ! কুড়িয়ে পেয়েছেন, শুনে আরও কিছু জানতে ইচ্ছা হচ্ছে—

প্রিয় । শুনুন, আমি সবই বলছি । কৌশিকের তপস্যা দেখে দেবতাদের হিংসা হয়েছিল—

হুম । হাঁ, দেবতাদের এ গুণটা বিলক্ষণ আছে । তার পর ?

প্রিয় । তার পর রাজর্ষির যোগভঙ্গ মানসে দেবতার বিদ্যাধরী মেনকাকে পাঠালেন—

[ লজ্জা প্রকাশ । ]



হুয় । আর বলতে হবে না, বুঝেছি । মেনকার গভে রাজর্ষির ঔরষে এই সৌন্দর্য্যময়ীর জন্ম হয়েছে ?

অন । আজ্ঞা হাঁ ।

প্রিয় । সখী আমাদের স্বর্গের অমৃত সরোবরের কনক-পদ্ম, এখন তপোবন শোভিত করেছেন ।

হুয় । তাই তো বলি । তরলপ্রভা সৌদামিনী কি লিলি পঙ্ক হতে উঠতে পারে ? মানুষীর গভে কি এমন বিদ্যারূপিনীর জন্ম হতে পারে ? (শকুন্তলার লজ্জায় অবনত-মস্তক হওন) (স্বগত) । এতক্ষণে আশার সঞ্চার হল । এ অনল-শিখা নয়, মহারত্ন, হৃদয়ে ধারণ করলে জীবন সফল হয় । কিন্তু একটা সন্দেহ আছে, কণ্ণ যদি অন্য কাহাকেও কন্যা দান করতে মনন করে থাকেন ।

প্রিয় । বোধ হচ্ছে আপনি আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবেন ।

হুয় । পবিত্র ভাগিরথীজলে অবগাহন করতে কার না ইচ্ছা ? তোমাদের সখীর সুমধুর চরিত শুনে বড় কৌতুহল হচ্ছে । তাই আরও কিছু জিজ্ঞাসা করব ।

প্রিয় । আজ্ঞা করুন, ভাবছেন কি ? তপোবনবাসিনী-দিগেকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কুচিত হবেন না ।

হুয় । তোমাদের সখী কি চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করে প্রিয়সঙ্গিনী হবিনীগণের সঙ্গে চিরদিন বাস করবেন এই স্থির করেছেন ?

প্রিয় । মহর্ষির ইচ্ছাই সখীর ইচ্ছা । সম্প্রতি মহর্ষির  
 বাসনা হয়েছে শকুন্তলাকে একটি যোগ্য পাত্রের অর্পণ  
 করবেন ।

দ্বয় । কাহাকেও—কি—মনোনীত করেছেন ?

অন । না ।

দ্বয় । (স্বগত) হৃদয়, তুমি এতক্ষণে জীবিত হলে।  
 আশা, তোমার চারিদিক সুপ্রসন্ন হল ।

[ শকুন্তলার গাত্রোত্থান ।

অন । শকুন্তলা, উঠলে যে ?

শকু । (অর্দ্ধক্ষুণ্ট ভাবে) যাই—প্রিয়স্বদা—কি—নির্লজ্জ ।

অন । অতিথিকে এমন করে ফেলে যেও না ।

[ শকুন্তলা গমনোন্মত্ত ।

দ্বয় । (স্বগত) চললেন ? (গাত্রোত্থান করিয়া পুনর্বার  
 উপবেশন) কি করতে যাচ্ছিলেন ? অমুরাগীর ইচ্ছাও যেমন  
 কার্ঘ্যও তেমনই—কোনটাই বিবেচনার অধীন নয় ।

প্রিয় । শকুন্তলা, বলি যাও কোথায় ?

শকু । আমার ধরে রাধে কে ?

প্রিয় । (গাত্রোত্থান করিয়া) আমার হৃকলসী জল ধার  
 তা মনে আছে ? আগে তা শোধ কর, তার পর যেখানে  
 ইচ্ছা সেখানে যাও ।

[ হস্ত ধারণ ।

দ্বয় । শকুন্তলা বৃক্ষে জলসেচন করে বড় ক্লান্ত  
 হয়েছেন, বাহু দুটি নেতিয়ে পড়ছে, হাত দুখানি কলসী

ধরে লাল হয়ে গিয়েছে । ও কে ছেড়ে দেও, আমি ওঁর ঋণ পরিশোধ করছি ।

শকু । ছি প্রিয়স্বদা, তুমি কি একেবারে লজ্জার মাথা খেয়েছ ? আমার ছেড়ে দেও ।

হুম্ম । আমি ওঁর ঋণ পরিশোধ করছি । (অঙ্গুরীয় প্রদান ও তদর্শনে অস্বীকারের পরস্পরের মুখাবলোকন )  
 ঋণুরীয় দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছ ? এটা পৌরবরাজের, এখন আমার ।

প্রিয় । বনবাসিনীদিগের অলঙ্কারে কি প্রয়োজন ? আপনি এটা রাখুন । [ অঙ্গুরীয় প্রত্যর্পণ ] আপনকার মধুর বাক্যেই শকুন্তলার ঋণ পরিশোধ হল ।

অন । শকুন্তলা, তুমি মহারাজ—মহাশ্রম দ্বারা ঋণমুক্ত হলে ।

প্রিয় । এখন তুমি সচ্ছন্দে চলে যেতে পার ।

শকু । ( স্বগত ) এখন পা সরে না যে । ( প্রকাশে )  
 তুমি যেন আমার ছেড়ে দিলে ছেড়ে দিতে পার, ধরে রাখলে রাখতে পার ।

হুম্ম । ( স্বগত ) এঁতে অঙ্গুরাণের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি ।  
 যাচ্ছেন, যেতে পারছেন না ; কথা কচ্ছেন না, কিন্তু শুনছেন এক মনে ; শুনছেন তবু যেন শুনছেন না, দেখছেন তবু যেন দেখছেন না ।

[ নেপথ্যে ] আশ্রম যুগদিগকে রক্ষা কর । রাজা হুম্মত

তাদের অনুসরণ করে তপোবনে প্রবেশ করেছেন—এলেন, এলেন, এ দিকে এলেন। অশ্বের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে, কি ধূলাই উড়ছে, অথ মনুষ্য কিছুই দেখা যায় না।

হুম। (স্বগত) এদের কি বিবেচনা নাই, চক্ষু নাই? তপোবনে কি এমন ভাবে প্রবেশ করতে হয়? দেবতারাও সাবধানে তপোবনে প্রবেশ করবেন।

[নেপথ্য] সাবধান, সাবধান, হুমন্তের রথ দেখে উদ্ভ্রম হয়ে একটা বন্য হস্তি ঐ দিকে দৌড়েছে, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ-শাখা ভেঙ্গে, মোটা মোটা লতা ছিড়ে নিয়ে ঐ দিকে দৌড়েছে। আমাদের তপস্যা ভঙ্গ হল, আশ্রম যুগেরা চারি দিকে পালাচ্ছে।

হুম। (স্বগত) বিমা দোষে আজ তপোবনবাসী-দিগের বিরাগভাজন হতে হল। আমার এখনই যেতে হয়েছে।

প্রিয়। চল আমরা কুটীরে যাই, কি জানি যদি এ দিকে এসে পড়ে।

শকু। [আন্তে আন্তে গমন করিয়া] পাখের হঠাৎ বেদনা ধরল? (পশ্চাতে অবলোকন)।

হুম। তোমাদের কোন ভয় নাই, শীঘ্র তোমাদের ভয়ের কারণ দূর করছি।

প্রিয়। আমরা আপনকার যথোচিত সম্মান করতে পারলেম না। আমাদের দোষ ক্ষমা করবেন। আপনি

বাঞ্ছন, সাহস করে বলতে পারি নে যে এখানে পুনর্বার  
অনুগ্রহ করে—

হুম। মহাজ্ঞানে আপনার গুণ দেখতে পার না। তোমা-  
দের সঙ্গে সাক্ষাতেই আমি চরিতার্থ হয়েছি।

শকু। (পশ্চাতে দৃষ্টি) অননুয়া আমার পায়ে কুশাকুর  
ফুটল। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কুবকের ডালে আমার  
কুকল বেধেছে, ছাড়িয়ে দেও না বোন।

[ তাপসকন্যাভ্রয়ের প্রস্থান।

হুম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) চলে গেছেন,  
আমিও যাই। এ স্থানটিকে আমার নিকট অতি রমণীয়  
করে রেখে গেলেন। এ স্থানটি আর ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে  
না—শকুন্তলা এ লতাটিতে জল দিচ্ছিলেন—তুমি শকুন্তলার  
যতনের ধন। থাক, শকুন্তলাকে নিয়ে স্নেহে থাক। যাই।  
এখনও যেন সেই প্রেমমাখা আঁধি ছুটি দেখতে পাচ্ছি।  
নির্মলহৃদয় ললনার প্রেমপ্রফুল্ল নয়নের তুল্য সুন্দর বস্তু ত্রিভূ-  
বনে আর কিছুই নাই। চক্ষু সে শোভা দর্শনে বঞ্চিত হল।  
মন, তুমিই দেখ, নিয়ত দেখ। শরীর চলল, কিন্তু রথ-  
পতাকা ন্যায় আমার হৃদয় পশ্চাতের দিকে ফিরে রইল।

[ নিষ্কান্ত।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

শিবিরের সম্মুখ ।

মাধবের প্রবেশ ।

মাধ । (স্বগত) পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড বাতুলাশ্রম ।

পাগলামী হয় হলে,

পাগলামী যায় মলে ।

মাতুষ্যের আর একটি নাম বাতিকগ্রস্ত জীব । এই যে প্রবল-  
 প্রতাপ মহারাজ ছয়ত্ব, ইনি কি না রাজভোগ ফেলে বনে  
 এসেছেন মৃগয়া করতে । এ বাতিক, বাতিক, মহাবাতিক ।  
 ভারতরাজ এখন হয়ে পড়েছেন ব্যাধরাজ । কেবল রাতদিন  
 বুনো জন্তুর অষ্টোত্তর শত নাম মুখে লেগে রয়েছে । আমরা  
 হয়েছি হেপায় পাগল । সঙ্গে আসাত হয়েছে, না এসে  
 করি কি ? আমরা পরগাছা বই তো নই, গাছ নড়ল  
 তো আমরা নড়লাম । কিন্তু মহারাজের হচ্ছে আমোদ,  
 আমরা বাই প্রাণে মারা । ছপহরের সময়, যখন ছায়া  
 এসে গাছ তলায় আশ্রয় নেয়, তখন আমরা বুনো জন্তুর  
 মত বুনো জন্তুর সঙ্গে দৌড়া দৌড়ি করি । উপরে  
 আগুন, নীচের আগুন, তাতে আবার মাঝখানে আগুন  
 (উদরে হস্ত প্রদান) । পিপাসায় কণ্ঠ শুক হয়, তখন  
 মনের সাথে খাও ধূলো, গরমাগরম ধূলো । অবশেষে

আধমরা. হয়ে শিবিরে ফিরে এসে খাও কতক গুলো  
 আধসিদ্ধ মাংস, এ তো খাওয়া নয় দস্তুর উৎকট পরীক্ষা।  
 রাত্রে নিদ্রা হয় না, তাতে আবার রাত পোহাবার তিন  
 প্রহর আগে, “ওঠ, ওঠ, ওঠ,” এই চীৎকারে নিদ্রা সাগর-  
 পারশে প্রস্থান করে। এ দুর্দশার কি শেষ হবে? তাতে আবার  
 মহারাজকে এক নূতন মহাবাতিকে ধরেছে। কোথা-  
 ণ্ডিকার এক মুনিকন্যা তাঁর সমস্ত পদার্থ হরণ করেছে।

মেয়ে মানুষে যারে পার,

তারে অজগরে থার।

মেয়ে মানুষের কি ক্ষমতা! তপোবনে অর্দ্ধাহারে থাকলেও  
 সে ক্ষমতা যায় না। হিমালয়ের পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা সম্ভব  
 কিন্তু মহারাজের এখন রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা  
 নাই। এই ভাবনায় আমি কাল রাত্রে চোকের পাতা বৃজতে  
 পারি নি। এই যে এ দিকে আসছেন, প্রেমের ভাব, যুগ্মার  
 বেশ। আসছেন প্রেমে ডুবু ডুবু হয়ে।

[অধনত ভাবে দণ্ডায়মান হওয়া]

[হৃদয়ের প্রবেশ।]

হৃদয়। (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত স্বগত) মহারাজ কি  
 লাভ হবে? অনুরাগ সে কোমল হৃদয়ে প্রবেশ করেছে।  
 আমার যে ইচ্ছা তাঁরও সেই ইচ্ছা। (ঈর্ষ্য হাস্য করিয়া)  
 প্রণয়ী এইরূপ মধুর কল্পনায় আপন মনকে ভুলিয়ে থাকে।  
 কিন্তু এটা কি কল্পনা? না। যখন আমি সঙ্গীদের সঙ্গে

আলাপ করতে লাগলেম ঐ বিশাল চক্ষু ছুটিতে অমুরাগের  
কি অপূৰ্ণ খেলাই দেখলেম। বাহু ছুটি যখন নাড়িলেন,  
বোধ হল যেন সে ছুটি অমুরাগে অবসর হয়ে পড়েছে।  
সদীরা যখন তাঁকে যেতে নিষেধ করলে সুধাময়ীর ক্রোধও  
তাঁর অমুরাগের পরিচয় দিলে।

মাধ। (করুণ স্বরে) আ—হ! মহারাজের—আ—হ!  
হাত তুলতে পারছি নে—মহারাজের—জয়—হক। শুদ্ধ  
মুখে আশীর্বাদ করলেম, হাত তুলে আশীর্বাদ করতে  
পারলেম না।

দ্বয়। বয়স্য মাধবা, তোমার হাতে কি হয়েছে?

মাধ। (করুণ স্বরে) আপন হাতে চোকে গোঁজা  
মেরে জিজ্ঞাসা করছেন চোকে জল পড়ে কেন!

দ্বয়। তোমার কথা বুঝতে পারলেম না, পরিষ্কার করে  
বল।

মাধ। ঐ যে বেত গাছ দেখছেন, ও আপনি হুয়ে  
পড়েছেন না ওকে কেউ হুয়িয়ে দিয়েছে?

দ্বয়। শোতেই ওকে হুয়িয়েছে।

মাধ। আমাকেও মহারাজ হুয়িয়েছেন।

দ্বয়। কেমন করে?

মাধ। আপনকার সঙ্গে বনে বনে দৌড়া দৌড়ি করে  
হাড় গোড় ভেঙ্গে অষ্টাবক্র খাবি হয়ে পড়েছি। (সান্নায়ে)  
মহারাজ, গরিব ব্রাহ্মণকে একটা দিনের জন্য বিগ্রাম



করতে দিন । তা হলে, বলছি, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে  
আপনকার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে । হাত তুলতে পারছি  
নে ।

হুয় । (স্বগত) তা কি হবে ?

মাধ । কি আজ্ঞা করেন ?

হুয় । (স্বগত) মৃগয়ায় তোমারও যেমন বিতৃষ্ণা  
আমারও তেমনই বিতৃষ্ণা জন্মেছে । যে হরিণীগণ শকুন্ত-  
লার সঙ্গে এক কাননে বাস করে, যাদের নেত্রের প্রতি  
দৃষ্টি করলে সেই প্রফুল্লবদনার নয়নের কথা মনে পড়ে ।  
কোন প্রাণে তাদের উপর শর নিক্ষেপ করি ?

মাধ । উত্তর নাই । ব্রাহ্মণের কপাল ! আমি অরণ্যে  
রোদন করলেম । মহারাজ, মহারাজ, মহারাজ !

হুয় । উ' ?

মাধ । মহারাজ, কি চিন্তা করছিলেন ?

হুয় । কেমন করে আমার বয়স্যের ইচ্ছা পূর্ণ করব,  
তাই ভাবছিলেম ।

মাধ । মহারাজ, চিরজীবী হন ।

হুয় । শোন ।

মাধ । আজ্ঞা করুন—

হুয় । তুমি বাত, বিশ্রাম কর গিয়ে—

মাধ । আজ মৃগয়ায় যেতে হবে না ?

হুয় । না ।

মাধ । বাঁচলেম । মহারাজ, রণে বনে—(মহাসোঁ)  
তপোবনে জয় লাভ করুন ।

হুয় । বিশ্রামের পরে তোমার একটি কার্য্য করতে  
হবে, সে কার্য্যে কোন পরিশ্রম নাই ।

মাধ । দক্ষিণ হস্তের মহাকাৰ্য্য ?

হুয় । সময়ে জানতে পারবে ।

মাধ । যে আজ্ঞা ।

হুয় । কে আজ ? এ দিকে এস ।

[প্রতীহারীর প্রবেশ ।]

প্রতী । কি আজ্ঞা মহারাজ ?

হুয় । সেনাপতিকে আসতে বল ।

প্রতী । যে আজ্ঞা ।

[নেপথ্যে] আসুন, আমি আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলেম ।

সেনাপতির প্রবেশ ।

সেনা । (স্বগত) মহারাজ যুগয়ার কষ্টে এত ক্লিষ্ট  
হয়েছেন যে দুই প্রহরের রৌদ্রেও তাঁর মুখ রক্তবর্ণ হয় না ।  
সুবিশাল বৃক্ষ পুষ্পব্রহ্মীন হলেও তাহার উন্নত ভাব যায়  
না । (প্রকাশে) মহারাজের জয় হক । এই বনে স্থানে  
স্থানে অতি প্রকাণ্ড হিংস্র জন্তুর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে ।  
মহারাজ, যুগয়ার উদ্যোগ হয়েছে ।

হুয় । ভবনেন, নীতিজ্ঞ সাধব্য যুগয়ার যেতে নিষেধ  
করছেন ।

সেনা । মহারাজ, ভীকর উপদেশ প্রলাপ বাকা । মুগ-  
য়ায় যে কি আনন্দ, ক্ষীণজীবী ভীক ব্রাহ্মণ তা কি বুঝবে ?  
মুগয়ার শরীর শীর্ণ হয় বটে কিন্তু তাহার জড়তা ঘুচে যায় ।  
মুগ যখন প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে, যখন তাহার শরীরের  
অবয়ব লক্ষিত হয় না, শুদ্ধ বেগমাত্র অনুভব হয়, তখন  
তাহার অনুসরণ করার আমোদ আলস্যপরায়ণ ব্রাহ্মণ কি  
বুঝবে ? যখন হিংস্র ব্যাঘ্র ক্রোধভরে বিকট দম্ভ নির্গত করে  
আক্রমণ করতে আসে তাকে শরসন্ধানে ভূশায়ী করা কত  
আনন্দকর কাপুরুষ ব্রাহ্মণ তা কি বুঝবে ?

মাধ । অগ্নি আনন্দে আমার নমস্কার (তথা করন) । যাও  
যাও, তুমি এইক্ষণই মুগয়ার যাও, ব্যাঘ্র ভল্লকের উপকার  
কর গিয়ে । বাপ রে, যা দেখলেই প্রাণ উড়ে যায়, তাকে  
মারতে যাওয়া !

হুয় । ভদ্রসেন, আমরা তপোবনের অতি নিকটে । আজ  
মুগয়ার প্রয়োজন নাই । আজ নির্ঝিল্লি মহিষেরা জলাশয়ে  
ক্রীড়া করুক । মুগকুল নির্ভয়ে বৃক্ষছায়ায় শুয়ে রোমন্থ  
করুক । বরাহ সকল মন সাধে পল্লভীরস্থ অর্দ্ধশুক পঙ্কে দম্ভ  
দ্বারা মুগ্ধা অবস্থান করুক । আমার ধনুর্ধ্বাণও আজ বিশ্রাম  
লাভ করুক ।

সেনা । যে আজ্ঞা ।

হুয় । সেনাপতি ।

সেনা । আজ্ঞে ।

হয় । সেনাগণকে সাবধান হতে বল গিয়ে; যেস যোগ-  
পরায়ণ তাপসদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয় । তপস্বী-  
গণ শাস্ত্রস্বভাব, কিন্তু তাঁহাদিগের ক্রোধ উদ্দীপিত হলে  
কাহারও নিস্তার নাই । স্বর্বাশঙ্ক মনি স্বভাবতঃ শীতল-  
স্পর্শ কিন্তু রবিকর সংযোগে তা হতে দিকদগ্ধনাশক অগ্নির  
উৎপত্তি হতে পারে ।

সেনা । যে আজ্ঞা ।

মাধ । (স্বগত) কেমন, যুগ্মর আরম্ভ কর গিয়ে ।

[ সেনাপতি ও গ্রহরীর প্রস্থান ।

মহারাজ, এতক্ষণে রক্তভূমি পরিষ্কার হল, একটি মাছিও  
নাই । মহারাজ, বহুদূর এই পাথর থানাকে সিংহাসন করুন,  
আর এই পত্রযুক্ত গাছের ডাল চন্দ্রাতপ হক । পরিশ্রম হয় না  
এমন কি কাজের কথা বলছিলেন ?

হয় । বস বলছি । (উভয়ের উপবেশন ।) ভাই মাধবা,  
একটা বড় দেখবার জিনিষ তুমি দেখ নাই ।

মাধ । কেন ? আপনি তো আমার সম্মুখে ।

হয় । মাধবা সে রূপ তুমি কখনও দেখ নি । আশ্চ-  
ক্য, তুমি কাননের শোভা, অগভীর শোভা ।

মাধ । (স্বগত) এ আশ্চর্য্যে আত্মিত মেধুরা উচিত নয় ।  
(প্রকাশে) তাঁর কথা বলে আপনার লাভ কি ? তিনি ব্রাহ্মণ-  
কন্যা, আপনি ক্ষত্রিয় ।

হয় । নবোদিত চন্দ্রকে পায়ে বলে কি লোকে তার

প্রতি দৃষ্টি করে? কিন্তু এটা ঠিক জেন ছয়স্ব যে রস পেতে পারে না, তা পেতে ইচ্ছাও করে না ।

মাধ । বলেন কি ? শকুন্তলা যে কণুহুহিতা ।

ছয় । ক্ষত্রিয়ের ঔরবে বিদ্যাধরী মেনকার গর্ভে শকু-  
ন্তলার জন্ম হয়, কণুমুনি পালন করছেন মাত্র ।

মাধ । (সহাস্যে) তাই যেন হল, আত্ম ফেলে আপনকার  
তেতুল খেতে সাধ হল কেন ?

ছয় । তুমি চোকে দেখলে কখনই একরূপ প্রলাপ  
বকতে না ।

মাধ । অবশ্য, রাজার বা মনে ধরে, তা সাধারণ জিনিষ  
নয় ।

ছয় । বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে এমন মহারস আর একটা  
নাই । সকল সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য একত্র করে বিধাতা সে  
রূপ কল্পনা করেছিলেন ।

মাধ । ইনি রূপে রমণীসমাজকে পরাজয় করেছেন ?  
(স্বগত) ভারতরাজকে তো পরাজয় করেছেনই ।

ছয় । তা আর বলতে ? কার এমন ভাগ্য যে এই  
নিকলঙ্ক সৌন্দর্য্য, এই সুকুমার নব-পল্লব, এই সৌরভালয়  
কুসুম-কলিকা, এই শোভাময় সুনির্মল পরশমণি, এই  
দেব-নর-হৃল্লভ অমৃত, এই জ্বলোক জ্বলোকের সার পদার্থ  
লাভ করে কৃতার্থ হবে ?

মাধ । আর বিলম্ব করবেন না । কি জানি পাছে আপন-

কার ছালোক ভুলোকের সার পদার্থ কোন ঈটোখারী বাকল-  
পরা বনবাসীর হস্তগত হয় ।

হুয় । শকুন্তলা আপন ইচ্ছাধীন নন, আর মহর্ষি  
কণ এখন আশ্রমে নাই ।

মাধ । শকুন্তলার কি আপনার প্রতি অনুরাগ জন্মেছে ?

হুয় । তাপসকন্যারা স্বভাবতঃ লজ্জাশীল্য । তবুও  
শকুন্তলা কেউ না দেখতে পায় এমন ভাবে তাকিয়ে দেখ-  
লেন, দ্রব্যং হাস্য করলেন, হঠাৎ অন্য বিষয়ের কথা  
এনে ফেললেন । প্রশ্নের রীতি এই, প্রকাশ হতেও চায় না,  
গোপন থাকতেও পারে না ।

মাধ । শকুন্তলার প্রশ্নের তবে ন্যায়শাস্ত্রানুযায়ী প্রমাণ  
পেরেছেন ? ( হাস্য )

হুয় । সখীগণ সঙ্গে যখন চলে গেলেন তখন অপার  
সৌন্দর্য্য প্রকাশ হল, আমার অনুরাগ-সাগর উথলে  
উঠল । আহা, কুশাক্ষরে কোমলাঙ্গীর চরণ ক্ষত হল, কি  
বেদনাই পেলেন, তখন আবার আমার প্রতি দৃষ্টি করলেন ।  
কিঞ্চিৎ অগ্রসর হলেন, থামলেন, ক্রুবকের শাখায় বল্কল  
বেধেছে বলে আর একবার ফিরে চাইলেন ।

মাধ । ( সহাস্যে ) ভূগয়া করতে এসে নিজে ফাঁদে  
পড়েছেন, আটে পিটে জড়িয়ে পড়েছেন । শকুন্তলা  
একবার দেখলেন, দুবার দেখলেন, কত বার দেখলেন ।  
এখন মহারাজকে কে হতিনার কিরিয়ে নে বার ?

হয়। আমি যে কার্যের কথা বলছিলাম সেটা এই, তুমি সূচত্বর ব্রাহ্মণ, কি কৌশলে পুনর্বার তপোবনে প্রবেশ করি সেইটে ঠাওরাও দেখি।

মাধ। তার ভাবনাটা কি? আপনি হচ্ছেন রাজা—  
হয়। তাহলে কি?

মাধ। তাপসদিগকে বলুন গিয়ে “কর আদার করতে এসেছি” এই বলে তপোবনে প্রবেশ করুন।

হয়। বল কি মাধব্য? তাও কি হয়?

[প্রতীহারীর প্রবেশ।]

প্রতী। মহারাজের অঙ্গ হোক। দুটি তাপসকুমার আপ-  
নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

হয়। তাঁদের নিয়ে এস।

প্রতী। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।]

[তাপসদ্বয় সঙ্গে প্রতীহারীর পুনঃপ্রবেশ।]

প্র. তা। কি প্রশান্ত প্রভাব! প্রভাপ ধর্ম একত্রে। এমন মহাত্মার গুণকীর্তন মর্ত্য হতে স্বর্গে উত্তীর্ণ হয়, স্বর্গ হতে মর্ত্যে অবতরণ করে। কথিগণ ইঁহার নামোল্লেখ করে বলে থাকেন ইনি ধার্মিক নরপতি, কিন্তু আমরা বলি ইনি তাপস-প্রধান নরপতি।

বি. জা। ইনি মহাত্মা নৃপশ্রেষ্ঠ হন?

প্র. জা। হাঁ।

দ্বি, তা । ইনি নীলাক্ষ-সাগর-বেষ্টিত পৃথিবীর রাজা হবেন  
এ অশ্চর্য্য নয় । অম্বর যুদ্ধে দেবতারা ইন্দ্রের বজ্র অপেক্ষা  
ইহার ধনুর্কীর্ণনহায়ে সহজে জয় লাভ করতে পারেন ।

হুম্ । প্রণাম ।

তা, উভয়ে । জয়োত্তম ।

হুম্ । কি মানসে দাসের নিকট আগমন হয়েছে ?

প্র, তা । তপোবনবাসীরা আপনাকে আশীর্বাদ করে  
এই কথা বলে দিয়েছেন—

হুম্ । তাঁদের অমুমতি কি ?

প্র, তা । কুলপতি কণ, আশ্রমে না থাকতে রাক্ষসেরা  
তাঁহাদের তপস্যার বিরূপ জন্মাচ্ছে । আপনি অমুগ্ৰহ করে  
কয়েক দিন তপোবনে অবস্থিতি করুন ।

হুম্ । যে আজ্ঞা ।

মাধ । (স্বগত) ভাল সময়ে ভাল প্রস্তাব । চোরে পেলে  
পোলা দোর ।

প্র, তা । ধরণীরক্ষক আনাদিগকে রক্ষা করতে সম্মত  
হবেন না তো কে হবে ?

দ্বি, তা । পুরুবংশীয়েরা চিরদিনই সকলের নিকট এই  
রূপ অন্তরদাতা ।

হুম্ । আপনারা অগ্রসর হন, আমি আসছি ।

তা, উভয়ে । মহারাজের জয় হউক ।

হুম্ । মাধবা, শকুন্তলাকে দেখতে যাবে কি ?



মাধ। প্রথমে দেখবের ইচ্ছা ছিল কিন্তু রাক্ষসের কণা শুনে আর সে ইচ্ছা নাই। চোকের সুখের জন্য কি প্রাণটা হারাব?

ভূয়। কোন ভয় নাই। আমি তোমার নিকটে থাকব।

মাধ। রা—ক্ষ—স! শুনেই প্রাণ উড়ে গিয়েছে, দেখে না জানি কি হয়? আমি কোন মতেই যেতে পারব না।

[ দূতের প্রবেশ । ]

দূত। মহারাজের জয় হোক। রাজমাতা আজ্ঞা করেছেন—

ভূয়। কি আজ্ঞা করেছেন, করত?

দূত। তাঁর পুত্রপিও ব্রত উদ্‌ঘাপনের আর চার দিন বিলম্ব আছে, আপনকার একবার হস্তিনায় যাওয়া আবশ্যক।

ভূয়। (সচিন্ত ভাবে) এক দিকে মাতৃআজ্ঞা অপর দিকে ব্রাহ্মণআজ্ঞা—কি করি?

মাধ। আপনার হল ত্রিশঙ্কর স্বর্গবাস, না মর্ত্যে না স্বর্গে।

ভূয়। কি করি, মাধব্য? (চিন্তা করিয়া) এক উপায় আছে। জননী আমাকে ও তোমাকে একত্রে পালন করেছেন, তুমিও তাঁর পুত্রতুল্য, তুমি রাজধানীতে গিয়ে আমার কর্তব্য সমাধা কর গিয়ে। তুমি যাও, তাপসদিগের অহুজ্জার কথা মাতাঠাকুরাণীকে বল গিয়ে।

মাধ। আজ্ঞা, আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনি মনে করবেন না যে আমি রাক্ষসভরে আপনকার প্রস্থাবে সম্মত হচ্ছি।

দুহ্য। তা করব কেন? তুমি এক জন মহাবীরপুরুষ।

মাধ। হঁ। হব না কেন? আমি এখন রাজদ্রোহী হয়েছি।

দুহ্য। শুদ্ধ এখন কেন? চিরকালই তো। সৈন্যসামন্তের অধিকাংশ তোমার সঙ্গে যাবে।

মাধ। (উদ্ধত ভাবে পরিক্রমণ করিয়া) আমাকে এখন কে পায়? আমি রাজার ভাই, রাজার প্রতিনিধি, ছোট রাজা। ওহে সৈনিকগণ, শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হও।

দুহ্য। মাধবা, তুমি এস, আমি তপোবনে যাই।

[ প্রস্থান।

মাধ। সারথি, রথ প্রস্তুত কর। প্রতীহারি, সেনাপতি, দূত, এখনই প্রস্তুত হও। (স্বগত) বললে হয় না আমি এখন রাজার ভাই, রাজার প্রতিনিধি, ছোট রাজা, রাজপুত্র (জিহ্বা কঠিন) কি বলে কেলোছি।

[ বহনিকা পতন।

## দ্বিতীয় অঙ্ক ।

—০০০—

### প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

মালিনী-নদী-তট ।

তাপসকুমারস্বয়ের প্রবেশ ।

প্র, তা । ছয়স্তের কি অতুল প্রতাপ ! তপোবনে  
প্রবেশ করলেন, অমনই দুর্জয় রাক্ষসেরা ভয়ে চতুর্দিকে  
পলায়ন করলে । শর ছেপ করতে হল না, ধনুক গ্রহণ করতে  
হল না, ছয়স্তের আগমনেই তপোবন পুর্কের ন্যায় শান্তি-  
নিকেতন হল ।

বি, তা । মহারাজের নামে ত্রিভুবন কম্পমান শুনে-  
ছিলেন, আজ তা প্রত্যক্ষ দেখলেন ।

প্র, তা । চল, এখন নির্ঝিয়ে বজ্রের নিমিত্ত কুশ নিরে  
আসি ।

[ পদ্মপত্র হস্তে প্রিয়ম্বদার প্রবেশ । ]

বি, তা । প্রিয়ম্বদা, পদ্মপত্রে কি হবে ?

প্রিয় । রৌদ্রের উত্তাপে শকুন্তলা কেমন হয়ে পড়েছেন,  
পদ্মের পত্র দিয়ে তাঁকে বাতাস দিতে হবে ।

প্র, তা। আহা, শীঘ্র যাও, ভাল করে স্নান কর  
গিয়ে। আর দেখ, সর্ব্বদা উশীরপ্রলেপ দেও গিয়ে।

প্রিয়। অনন্থরা তা আনতে গিয়েছে।

বি, তা। আমি মাতা গৌতমী দ্বারা মন্ত্রপূত বারি  
পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[ প্রিয়দর্শী ও তাপসকুমারের প্রস্থান ।

[ বিষম ভাবে ছয়স্তরের প্রবেশ । ]

ছয়। (স্বগত) কণ্ঠের ইচ্ছাই শকুন্তলার ইচ্ছা। আশা হয়েছে,  
পূর্ণ হৃদয় কি না বলতে পারি নে। আশা কি ছাড়ব?  
অসাধ্য। মন অধীর হয়েছে, শকুন্তলাকে না দেখে  
থাকতে পারে না। সূর্য এখন অগ্নি বর্ষণ করছেন,  
শকুন্তলা এখন সবীমের সঙ্গে মালিনীর তমালাচ্ছাদিত তীরে  
থাকলেও থাকতে পারেন। ঐ দিকেই বাই। (অগ্রসর  
হইয়া) যেত বালুকার পদচিহ্ন, পশ্চাদিকে একটু অধিক  
চাপা—কুহু কুহু—দ্রীলোকের—এ কি শকুন্তলার পদচিহ্ন? কে  
এখন এই বৃক্ষটার ফুল ভুলেছে। ছিন্ন পত্রগুলি এখনও অবসর  
হয়ে পড়ে নি, ফুলের ঘোঁটা হতে এখনও রস নির্গত হচ্ছে—  
শকুন্তলা কি এই ফুল ভুলেছেন, এই পাতা ছিঁড়েছেন? যদি  
এখানে থাকেন নিকটেই থাকবার সম্ভাবনা। আর একটু  
এগিয়ে দেখি।

[ নিকট ।

## দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

মালিনী নদীর প্রস্রবণের নিকট।

মিশ্রকেশী ও বনদেবীর প্রবেশ।

মিশ্র। এই নেও পারিজাত-মালা।

বন। (মালা গ্রহণ করিয়া) বিদ্যাধরীগণ ও দেবতারা  
কি আসবেন?

মিশ্র। তাঁরা এইক্ষণই আসবেন। দেবি, বিবাহের  
স্থান উত্তমরূপে সুসজ্জিত হয়েছে কি?

বন। আমার যত দূর সাধ্য সুসজ্জিত করেছি। লতা-  
কুঞ্জে একটা গুহ বা পুরাতন পত্র নাই, উত্তম রূপে নবপত্র  
সুশোভিত করেছি। পুষ্প সমুদায় সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত। লক্ষ  
লক্ষ পুষ্প অবনত শীরে কুঞ্জের নিম্নদেশে শোভা পাচ্ছে, তাদের  
কেশর হতে পরাগ ভূতলে পড়ছে। শত শত ভ্রমর, শত শত  
প্রজাপতি সেখানে মনেরসাথে ক্রীড়া করছে। লতাকুঞ্জের  
চতুর্পাশে চুর্নাদল সকল নব বেশ ধারণ করেছে। কুঞ্জের  
উত্তর পাশে তম্বুল বৃক্ষে মধুরময়ুরী নৃত্য করছে; গুহ  
শারিকা, কোকিল কোকিলা সুমধুর গান করছে। পবন  
আমার অহুরোধে কাননের ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশ হতে নানা  
পুষ্পের সুগন্ধ বহন করে লতা কুঞ্জে আনছেন।

মিশ্র। হৃষিক আর শকুন্তলকে কি কৌশলে একত্র  
করবে?

বন । তা এখনই জানতে পারবে । চল আমরা  
গতাকুঞ্জে যাই ।

উভয়ে নিকৃষ্ট ।

## তৃতীয় গভীক ।

লতাকুঞ্জ ।

শকুন্তলা শয়ান, পার্শ্বে অনন্দ্রা ও প্রিয়দ্বন্দা উপবিষ্টা ।

অন । ( পদ্মপত্র বীজন করিয়া ) শকুন্তলা, পদ্মপত্রের  
বাতাসে শরীর সুস্থ হচ্ছে ?

শকু । ( কাতর স্বরে ) তোমরা কি বাতাস করছ ?  
তোমাদের কত কষ্টই হচ্ছে ।

[ ছয়জনের অন্তরালে প্রবেশ । ]

হুম । ( স্বগত ) এ কি ! শকুন্তলার কি কোন  
পীড়া উপস্থিত হয়েছে ? আহা ! কোমলাঙ্গী কি শীর্ণ  
হয়েছেন ! হাত দুখানি নেতিয়ে পড়েছে, মৃণাল-বলয় ঢল  
ঢল করছে । মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে । আহা, কি কাতর  
ভাবেই সবীদের প্রতি দৃষ্টি করছেন ।

প্রিয় । ( জনান্তিকে ) সেই মহাত্মাকে দেখা অবধি সবীর  
ভাবান্তর হয়েছে ।

অন। (জনাড়িকে) ঠিক বলেছ। আমি স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশে) শকুন্তলা, হঠাৎ এমন হলে কেন? খুলে বল না, বোন।

ছদ্ম। (স্বগত) কারণ এখনই জানা যাবে। আহা, উজ্জল মৃণাল-বলর শরীরের উত্তাপে ঈষৎ কষ্টবর্ণ হয়ে পড়েছে। এমন সুধার্মিনীর জন্যও পরমেশ্বর ব্যাধি সৃজন করেছেন।

শকু। (অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়া) কারণ জিজ্ঞাসা করছ? কারণ—কারণ কি?—কি বলব?

অন। শকুন্তলা আপন মনের ভাব আপনিই বুঝতে পারছেন না। শকুন্তলা, নব প্রণয়ের গল্প শুনেছ, এও বুঝি তাই? খুলে বল।

প্রিয়। বল শকুন্তলা, রোগ না জানলে কি তার প্রতিকার করা যায়?

শকু। আর সহ্য করতে পারি নে—বলতেও পারি নে।

(দীর্ঘ নিশ্বাস)

প্রিয়। সখি, স্বির হয়ে বল। না বললে হবে কেন? তোমার রোগ কত প্রবল হয়েছে, তুমি দেখতে দেখতে শীর্ণ হয়ে পড়ছ।

শকু। আর বলব কি? কেন আমার হৃদয়ে তোমাদিগকে দ্বিধিত করব?

প্রিয়। সেই জন্যই তো আরও তোমাকে জিজ্ঞাসা

করছি। হুঃখ আমিদিগকে ভাগ করে দিলে তা সহজে বহন করতে পারবে।

অন। বল, বল, প্রাণের শকুন্তলা!

শকু। তাঁকে দেখে—আ—(দীর্ঘ নিশ্বাস।)

অন। বা মনে করেছিলাম। কিন্তু ভাই, যোগ্য পাত্রের প্রতি তোমার অহুরাগ জন্মেছে। তিনি বোধ করি মহারাজ হুয়ন্ত।

প্রিয়। মহানদী মহাসাগরেই গমন করে। শকুন্তলা হুয়ন্তের প্রতি অহুরাগিনী।

হুয়। (স্বগত) এমন মধুর বাক্য কখন শুনি নি। অহুরাগ আমার হৃদয়কে অস্থির করেছিল, অহুরাগই হৃদয়কে অস্থির করলে। গ্রীষ্মের মেঘ ভীষণ ভাবে গগণ আচ্ছন্ন করে শেষে তাপিত পৃথিবীকে শীতল করে।

অন। এখন উপায় কি?

প্রিয়। উপায় আছে। বায়ু পুষ্পকে সঞ্চালিত করে এবং পুষ্প বায়ুকে সুগন্ধময় করে। আমাদের অতিথির মনেও অহুরাগ সঞ্চার হয়েছে। তুমি কি অহুরাগের লক্ষণ কিছুই দেখ নি?

অন। দেখেছি।

প্রিয়। এস এক কাজ করি। একখান প্রথম-লিপি পত্রের মধ্যে করে মুকিয়ে সেই মহাশয়কে দিবে আসি।

অন। আচ্ছা, শকুন্তলা, তুমি কি বল?

শকু। যদি তিনি তা অগ্রাহ্য করেন—(দীর্ঘ নিশ্বাস)



হুম। (স্বগত) অগ্রাহ্য করব। যে অগ্রাহ্য করবে মনে করছ সে তোমা ভিন্ন জগতের আর কিছুই চায় না। অগ্রাহ্য করব। যা শকুন্তলার নিকট হতে আসবে তা ছয়স্তের নিকট অমূল্য রত্ন।

অন। তুমি অমন আশঙ্কা করও না। শরতের চন্দ্র উদয় হলে কেউ কি ছাতা দিয়ে মাথা ঢাকে ?

প্রিয়। শকুন্তলা, কি লিখবে ঠাওরাও দেখি। আমি নথ দিয়ে তা পদ্মের পাতার লিখে দিচ্ছি।

শকু। লিখবে লেখ—এ অন্তরে অনল ধিকি ধিকি জ্বলছে।

হুম। (প্রবেশ করিয়া) ছয়স্তের অন্তরে দাবানল ধ্বংস করে জ্বলছে। সূর্য্য রাত্রে পুষ্পের সৌরভ হরণ করেন মাত্র কিন্তু চন্দ্রকে এককালীন তিরোহিত করেন।

অন। (শশব্যস্ত হইয়া) আনুন, মহারাজ।

হুম। (শকুন্তলাকে গাত্ৰোখান করিতে দেখিয়া) উঠ না, কষ্ট মেবার প্রয়োজন নাই। অমন কোমল শরীরে কষ্ট দিয়ে আমাকে অভ্যুত্থান করবের প্রয়োজন নাই।

শকু। (স্বগত) হৃদয়, এত যন্ত্রণার পর এখন কেন স্নেহ হতে পারছ না।

অন। মহারাজ আগনি এই শিলার উপবেশন করুন।

(শকুন্তলার কিঞ্চিৎ অপসরণ ও ছয়স্তের উপবেশন।)

হুম। প্রিয়স্বদা, তোমাদের প্রিয় সখীর পীড়ার কিঞ্চিৎ উপসম হয় নি কি ?

প্রিয় । ঔষধ পেলেই রোগের প্রতিকার হয় । শকু-  
ন্তলাকে আমাদের প্রাণের মত ভাল বাসি সেই জন্য একটী  
কথা আপনাকে নিবেদন করতে ইচ্ছা করি ।

হুম । কি বলবে বল ।

প্রিয় । আপনি তপস্বীগণের ভয় দূর করে নরপতির  
যোগ্য কার্য্য করেছেন ।

হুম । তার পর ?

প্রিয় । এখন আমাদের প্রিয় সখীকে রক্ষা করুন ।  
স্পষ্ট করে বলি । শকুন্তলা আপনকার প্রতি অমুরাগিনী  
হয়েছেন ।

[ শকুন্তলার লজ্জা প্রকাশ ।

হুম । ত্রিভুবনে কেহই আমার তুল্য ভাগ্যবান নয় ।

শকু । তোমরা কেন নানা কথায় মহারাজকে এখানে  
বসিয়ে রেখেছ ? ওঁর কার্ধ্যের ক্ষতি হচ্ছে

হুম । শকুন্তলা, আমি তোমা ভিন্ন আর কিছুই চাই না ।  
আমি তোমাকে হৃদয় মন সমর্পণ করেছি ।

অন । মহারাজ একটী কথা বলব ? রাজাদের অনেক গুলি  
করে ভাৰ্য্যা থাকে । বলুন আমরা তো প্রিয় সখীকে স্বখী  
করব মনে করে হুঃখিনী করতে যাচ্ছি না ।

হুম । আমার অনেক গুলি মহিষি আছে বটে কিন্তু  
তোমাদের প্রিয় সখী ও সমাগরা বহুকরা এ উভয়ে চিরদিন  
সকলের প্রধান থাকবেন ।

প্রিয় ও অন। আমাদের আশঙ্কা দূর হল।

প্রিয়। ( জনান্তিকে অনস্মার প্রাতি ) শকুন্তলা আগে-  
কার চেয়ে অস্থ হযেছেন, গ্রীষ্মের উত্তাপে ময়ূরী ত্রিয়মান  
হয়ে পরে শীতল বায়ু ও বারিধারা পেয়ে সহজে পুনর্জীবিত  
হয়।

অন। প্রিয়স্বদা, আহা, আমাদের হরিণ-শিশুটি অস্থির  
হয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, বোধ করি, মা হারিয়েছে। আনি  
যাই ওকে ধরে আনি গে।

প্রিয়। আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ও বড় অস্থির, তুমি  
ওকে একা ধরে আনতে পারবে না।

শকু। তোমরা আমাকে একা ফেলে কোথায় যাও ?

প্রিয়। একা কেন ? যার নিকট ভারতেশ্বর সে আবার  
একা ?

শকু। এরা আমাকে ফেলে গেল ?

[ উভয়ের প্রস্থান।

হুয়। ভয় কি ? তোমার প্রণয়াকাজক্ষী জন তোমার  
নিকট আছে। ( স্বগত ) এখন আমার অনুরাগের কথা  
বলি। ( প্রকাশে ) আমি পল্ল পত্রের বাতাস করি, বড়  
কষ্ট হচ্ছে।

শকু। তাও কি হয় ? আপনি সকলের পূজনীয়।  
আমাকে অপরাধিনী করবেন না।

[ গাত্রোত্থান।

হুম্ । এখনও যৌদ্ধ পড়ে নাই, তুমি অতিশয় দুর্বল ।  
পুষ্পশয্যা পরিত্যাগ করে এ শরীরে প্রথর সূর্য্য কিরণ সহ্য  
করতে পারবে না । বস । [ হস্ত ধারণ ।

শকু । আমাকে ছেড়ে দিন । আমি স্বৈচ্ছাধীন নই,  
সখীবাও স্বৈচ্ছাধীন নয়, আমি যাই ।

হুম্ । ( মুহূঃ স্বরে ) পাছে শকুন্তলা বিরক্ত হন এই ভয়ে  
আমার সঙ্কুচিত হতে হচ্ছে ।

শকু । মহারাজের উপর কি আমি বিরক্ত হতে পারি ?  
সকলই আমার—অদৃষ্টের দোষ ।

হুম্ । অদৃষ্টকে ছাড় কেন ?

শকু । কেমন করে না ছবি ? মন ব্যাকুল হচ্ছে, অথচ  
সে আত্মবশে নয় ।

[ শকুন্তলার দুই চারি পদ গমন ।

হুম্ । (স্বগত) একেবারে কি চিরবিষাদসাগরে ডুবলাম ?

[ শকুন্তলার পশ্চাৎ গমন ও অঞ্চল ধারণ ।

শকু । পৌরব-রাজ, একেবারে জ্ঞানশূন্য হবেন না ।  
তপস্বীরা তপোবনের চারিদিকে আছেন ।

হুম্ । তাঁহাদিগকে কিসের ভয় ? গাঙ্কর্য্য মতে বিবাহ  
চলে নীতিজ্ঞ কণ্ঠ কষ্ট হবেন না ।

শকু । ( কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পশ্চাদিকে অবলোকন  
করিয়া ) যদিও আপনকার প্রস্তাবে অনস্বত্ব হলেম, তথাপি,  
পুরুষ, শকুন্তলাকে ভালবেন না ।

হুম। তুমি যেখানেই যাও না কেন এ হৃদয় হতে দূরে যেতে পারবে না। দিবাবসানে ছায়া যত দূরেই যাক না, রুখনই বৃক্ষমূল পরিত্যাগ করতে পারে না।

শকু। (স্বগত) এ কথা শুনে আর পা সরে না। ঐ তমালের অন্তরাল থেকে দেখি ইনি কি করেন।

[শকুন্তলার অন্তরালে গমন।

হুম। শকুন্তলা আমার ছেড়ে গেলে? আমি তোমার প্রেমে নিমগ্ন হয়েছি, আমাকে ছেড়ে গেলে? মুহূর্তের নিমিত্ত বিলম্ব করতে পারলে না? তোমার সুকোমল শরীর দেখে মনে হয়েছিল তোমার হৃদয়ও অতি সুকোমল কিন্তু তোমার হৃদয় অতি কঠিন।

শকু। (স্বগত) আমি আর যেতে পারি নে।

হুম। এখানে থেকে আর কি হবে? আমার হৃদয়-পহারিণী এখানে নাই—এখানে থেকে কি হবে? (চতুর্দিকে অবলোকন) এই যে সেই সুধাময়ীর মৃণাল-বলয় এখানে পড়ে রয়েছে। এটা আমার হৃদয়ের অভিনব নিগড়স্বরূপ।

[বলয় হৃদয়ে স্থাপন।

শকু। (হস্ত দেখিয়া স্বগত) আমি এত ক্ষীণ হয়েছি যে হাত হতে মৃণাল-বলয় ঝুলে পড়েছে জানতে পারি নি।

হুম। আ, হৃদয় শীতল হল। কঠিনহৃদয় শকুন্তলা, তোমার হস্তের এই ঝড় মৃণাল-বলয় আমার হৃদয়কে সজীব

করলে । তুমি আমাকে যে সুখে বঞ্চিত করলে তোমার মৃণাল-  
বলয় আমাকে সেই সুখ প্রদান করলে ।

শকু । (স্বগত) আর ছুকিয়ে থাকতে পারি নে । পুনর্বার  
দেখা দিতে হল ।

[ শকুন্তলার আস্তে আস্তে পুনঃপ্রবেশ । ]

হুম্ম । আ, পুনর্বার হৃদয়েশ্বরী আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত  
করলেন । হুঃখের পর বিধাতা পুনর্বার সুখী করলেন ।  
চাতক কাতর হয়ে এক বিন্দু বারি প্রার্থনা করলে, নীরদ শত  
ধারে বারি বর্ষণ করলেন ।

শকু । কুটীরে যেতে পথে স্মরণ হল মৃণাল-বলয় ফেলে  
গিয়েছি । আপনিই তাহা পেয়েছেন । তাই নিতে এলেম ।  
বালা গাছটা ফিরিয়ে দিন ।

হুম্ম । দিচ্ছি । এস পরিয়ে দি ।

শকু । দিন ।

হুম্ম । এই শীলাতলে বস । (উভয়ের উপবেশন ।  
শকুন্তলার হস্ত ধারণ করিয়া) আহা, কি সুকোমল, যেন প্রেম-  
নিশ্চিত । দেখ কেমন হয়েছে । চন্দ্ররেখা যেন তোমার  
সৌন্দর্য্যে পবনভূত হয়ে গগণ হতে নেমে এসে তোমার হাতের  
বলয় হয়েছে ।

শকু । কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে । আমার কাণের  
পদ্মের রেণু উড়ে এসে আমার চোকে পড়েছে ।

হুম্ম । ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দি ।

শকু । দেবেন ? না । দিন ।

[ ছয়স্তরের শকুস্তলার চক্ষে ফুৎকার ।

অন্তরীক্ষে কোমল বাদ্য । ]

ছয় । (চমকিত হইয়া) পুনর্বার সেই অপূর্ব বাদ্য শুন-  
লেম ।

শকু । বনদেবীর আবির্ভাব হয়েছে । [ সসম্মখে  
গাত্রোথান ]

[ মালা হস্তে বনদেবীর প্রবেশ । ]

শকু । (প্রণাম করন)

ছয় । (প্রণাম করন)

বন । শকুস্তলা, উপযুক্ত পাত্রের প্রতি তোমার অচুরাগ  
জন্মেছে । ছয়স্ত, উপযুক্ত পাত্রীর প্রতি তোমার প্রণয়  
জন্মেছে । উভয়ে শিলাতলের উপর উপবেশন কর ।

[ উভয়ের উপবেশন ।

মহারাজ ছয়স্ত, শকুস্তলা আমার অতি যত্নের সামগ্রী, তো-  
মার হস্তে সমর্পণ করলেম । (উভয়ের গলদেশে মালা প্রদান)

[ পুনরাবৃত্তি ]

গীত ।

বেহাগ—ঠুংরি ।

মরি হার, নয়ন জুড়াল ।

শান্তিধাম তপে,বনে (আহা মরি) গোলকের শোভা হইল ।

অন্তরীক্ষে দেবগণ, হেরে পুলকিত মন, স্বর্গের তুল্য  
নিধি; (আহা মরি) ধরনীরাজহুদি শোভিল ।

[ বনদেবীর প্রস্থান ।

[ যবনিকা পতন ।

## তৃতীয় অঙ্ক ।

—০০০—

### প্রথম গভীর ।

#### পুষ্পোদ্যান ।

পুষ্প চয়ন করিতে করিতে অননুয়া ও

প্রিয়সদার প্রবেশ ।

অন । প্রিয়সদা, রাজকুলতিলক সর্কগুণাধার দুয়ন্তের  
সঙ্গে প্রিয় নবীর শুভ বিবাহ হল, সুখের বিষয় । কিন্তু একটা  
আশঙ্কা আমার মনকে অস্থির করেছে ।

প্রিয় । কি আশঙ্কা, অননুয়া ?

অন । আজ প্রাতে বজ্র সমাপন করে তপস্বীরা যথো-  
চিত সন্মানের সহিত মহারাজ দুয়ন্তকে বিদায় দিলেন । মহা-  
রাজ হস্তিনা নগরীতে গমন করলেন । সেখানে শত শত  
মহিষীকে পেয়ে পাছে শতুস্ত্রীকে বিশ্বত হন ।



প্রিয়। ও রূপ আশঙ্কা করাতেও পাপ আছে। হুম্বত  
অতি জ্ঞানবান—তিনি কি এমন করতে পারেন? আমার ভাই  
আর একটা ভাবনা হচ্ছে। মহর্ষি তীর্থ হতে ফিরে এসে  
এ কথা শুনে পাছে বিরক্ত হন।

অন। বিরক্ত হবেন কেন বরং আত্মলাদিত হবেন।  
ইচ্ছামুরূপ ঘটনাটি হলে কে অসন্তুষ্ট হয়।

প্রিয়। তা বটে। আর ফুল তুলব কি?

অন। এ গুলি সব যজ্ঞে লাগবে। যে দেবীর অমুগ্ৰহে  
এই গুভ মিলন হল তাঁর মন্দির সাজাবার জন্য আরও কিছু  
ফুল তোলা।

[ উভয়ের পুষ্প চয়ন।

[ নেপথ্যে ] আমি অতিথি—কে আছ?

অন। কে অতিথি এলেন?

প্রিয়। চল, চল, শীঘ্র যাই। শকুন্তলার মন এখন  
হুম্বতের সঙ্গে গিয়েছে, কি জানি পাছে কোন জটী হয়ে পড়ে।

[ নেপথ্যে ] কি, অতিথির প্রতি অবজ্ঞা? তুমি যার চিন্তার  
নিমগ্ন হয়ে তাপসের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখালে সে তোমাকে  
একেবারে বিস্মৃত হবে।

প্রিয়। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! প্রিয় সখী অনামনয়  
হয়ে কি সর্বনাশই করলেন? হায়, হায়, কোন্ তপস্বী বুঝি  
আজ রুট হয়ে বিশম অভিশাপ দিয়ে গেলেন।

অন। (দেখিয়া) আর কেউ নয়, স্বয়ং ক্রোধ-অবতার

হুঁসাসা । অভিষাপ দিয়া অগ্নিমূর্তি ধারণ করে ঐ চলে যাচ্ছেন ।

প্রিয় । অনহুয়া, শীঘ্র যাও, মহর্ষির হাতে পারে ধরে তাঁকে ফিরে আসতে বল গিয়ে । আমি অর্ঘ্যের আরোজন করি ।

[ পুষ্প চয়ন ।

অন । আমি চললেন ।

[ নিষ্কৃয়ণ ।

[ অনহুয়ার পুনঃপ্রবেশ । ]

অন । এমন রাগ কখনও দেখি নি । কার সাধ্য তাঁকে ফিরিয়ে আনে ? কিন্তু তাঁর ক্রোধের কিঞ্চিৎ শাস্তি হয়েছে ।

প্রিয় । এইই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট । কেমন করে তাঁর মন নরম করলে ?

অন । যখন দেখলেম যে কোন ক্রমেই আসবেন না, তখন পা জড়িয়ে ধরে বললেম শকুন্তলা বালিকা আপনকার কন্যাতুলা । তাঁর অপরাধ ক্ষমা করুন । হৃর্ভাবনায় অস্থির হয়েছিলেন বলে আপনাকে চিনতে পারেন নি ।

প্রিয় । মহর্ষি কি উত্তর করলেন ?

অন । তিনি বললেন আমার বাক্য অন্যথা হবে না, তবে কোন অভিজ্ঞান দেখাতে পারলে তাঁর সমুদায় কথা শ্রবণ হবে । এই বলেই হন্থন্থ করে চলে গেলেন ।

প্রিয় । বাঁচলেম, শকুন্তলার হাতে ছয়স্তের আংটি আছে। সেইটাই এখন আমাদের ভরসা-স্থল ।

অন । (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) দেখ আমাদের সখী ছবির মত নিষ্পল্য ভাবে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন, ভাবনায় ডুবে রয়েছেন । এখন অন্যের কথা দূরে থাকুক আপনার প্রতিই মনোযোগ থাকে না ।

প্রিয় । অভিষাপের কথা তুমি জানলে আর আমি জান-  
লেম, সখীকে জানিয়ে অশুভী করবার প্রয়োজন নাই । কোমল  
মল্লিকায় উত্তপ্ত তল সেচন করা উচিত নয় ।

[উভয়ে নিষ্কান্ত ।]

## দ্বিতীয় গভাঁক ।

মালিনী-নদী তীর ।

একজন তাপসকুমারের প্রবেশ ।

তাপ । মহর্ষি দেখতে বললেন কত রাত্রি আছে ।  
[গগণের দিকে দৃষ্টি করিয়া] আর তো রাত্রি নাই । চন্দ্র অস্ত  
যাচ্ছেন, সূর্যোদয়ের আর অধিক বিলম্ব নাই । চন্দ্র অস্তমিত  
হলেন আর রজনীর পুষ্প সকলের শোভাও নাই সুগন্ধও  
নাই । যমুর্ যমুর্ কুশাচ্ছাদিত কুটারের উপর নিদ্রা যাচ্ছিল,  
উড়ে গিয়ে তমালের শাখায় বসল । হরিণ শিশু বজ্রবেদীর

উপর গুরে ছিল, আগ্রত হরে গমনোন্মোহন করছে । যে  
চক্ৰ পৰ্বতরাজ স্বমেক্ষর শিরোদেশে আরোহণ করে জগৎকে  
বিমোহিত করেন, তাঁর সমুদায় শোভা বিনষ্ট হল । সংসা-  
রের বড় লোকদিগের পরিণামও এই রূপ ।

স্ববিগণেরা আগ্রত হচ্ছেন । তাঁহাদের কথা শোন্য যাচ্ছে ।

[ নেপথ্য ]                      গীত ।

তৈরবী ।

জর ভব কারণ, জগত জীবন, জগদীশ, জগতারণ হে ।  
অরুণ উদিল, ভুবন ভাসিল, তোমার অতুল প্রেমে হে ।  
বিহঙ্গমগণ, মোহিয়ে ভুবন, কাননে তব বশ গায় হে ।  
সবারই ঈশ্বর, তুমি পরাংপর, তব ভাব কে বুঝিবে হে ।  
হে জগপতি, তব পদে নতি, এই ভক্ত জনার হে ।

[ গান করিতে করিতে দ্বিতীয় তাপস-

কুমারের প্রবেশ । ]

গীত ।

বি, তা ।

ললিত—আচ্ছা ঠেকা :

ইন্দিতে তোমার, সেব, সুপ্রভাত দেখানিল ।  
না জানি কি মহামন্ত্রে বহুবারে আগাইল ।  
বহুধা-জননী কোলে, প্রাণীপণ করে ছিল,  
বরবিলে সুধা-ধার, আনন্দ-নীরে ভাসিল ।

নাচিছে গাইছে সবে আনন্দে সবে মাতিল ।  
 সসজ্জান বনুমাতা তব গীত আরম্ভিল ।  
 পর্ণশয্যা পরিহরি তাপসগণ উঠিল,  
 বিম্বে তব শোভা হেরি অতল প্রেমে ডুবিল ।  
 প্র, তা । হোমের সময় উপস্থিত, মহর্ষিকে বলি গিয়ে ।

[ প্রস্থান ।

[ সচিন্ত ভাবে অনশ্বার প্রবেশ । ]

অন । প্রভাত হয়েছে কিন্তু আমার যেন এখনও নিদ্রা  
 ভঙ্গ হয় নাই । শরীর অসুস্থ নয় তবু কোন কাজে মন লাগছে  
 না । শকুন্তলার জন্য আমার মনে কোন সুখ নাই । হৃৎক  
 কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করলেন ? দুর্কাসার শাপই বা ফলে? তা  
 নইলে এমন ধার্মিক নরপতি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পাপে কেন নিমগ্ন  
 হবেন ? এত দিন হল রাজধানীতে গেলেন, এক বার অভাগিনী  
 শকুন্তলার সংবাদও নিলেন না ; আমরা কি রাজার অঙ্গুরী  
 নিয়ে হস্তিনায় বাব ? না অন্য কোন উপায় দেখব ? এ দিকে  
 মহর্ষি আশ্রমে এসেছেন । শকুন্তলাকে এত ভালবাসি তবুও  
 সাহস করে মহর্ষিকে বলতে পারি নে যে সখী গর্ভবতী  
 হয়েছেন । কি করব, কি হবে, কিছুই ঠিক করতে  
 পারছি নে ।

[ প্রিয়দ্বার প্রবেশ । ]

প্রিয় । (সোৎসাহে) অনশ্বরা, অনশ্বরা, শীঘ্র এস, শকুন্তলার  
 স্বামী-গৃহে বাবার উদ্যোগ হচ্ছে ।

অন । সত্যি বলছ, ভাই ?

প্রিয় । শোন, শোন । গত রাত্রে শকুন্তলার ভাল নিদ্ৰা হয়েছিল কি না তাই জানবার জন্য তাঁর কাছে আমি গিয়ে ছিলাম ।

অন । তার পর, তার পর ?

প্রিয় । শকুন্তলা হাঁটুর উপর মাথা দিয়ে বসে ছিলেন, এমন সময় মহর্ষি সেই ঘরে এসে বললেন “বৎসে, তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়েছে, আজ আপন ভবনে যেতে হবে, প্রস্তুত হও ।”

অন । আচ্ছা, ভাই, মহর্ষি তীর্থে গেলে বা বা ঘটেছিল তা তিনি জানলেন কেমন করে ?

প্রিয় । সে কথাও যে বলে গেলেন । বনদেবী তাঁর নিকট সমুদায় ব্যক্ত করেছেন ।

অন । পরমেশ্বর চারি দিক রক্ষা করলেন । এত আনন্দ আমি কখনও অনুভব করি নি । সখী আজই যাচ্ছেন ? আ, বিবাহে আনন্দ, আনন্দে বিষাদ হল ।

প্রিয় । সখী ছেড়ে যাবেন—এ দুঃখ বিধাতা সইতে দিয়েছেন, সইব । প্রিয় সখী স্ত্রী হতে চললেন, এইটাই আমাদের সান্ত্বনা হবে ।

অন । চল, এখন যাবার আয়োজন করি গে ।

প্রিয় । আমি নাগকেশরের রেণু নারিকেলের মালার করে ঐ সহকারের কোটরে রেখে দিয়েছি, তুমি পেড়ে আন ।

আমি তীর্থের মাটি, গোরচনা ও নব ছুঁয়া নিয়ে আসি। এ সব দিয়ে শকুন্তলার রক্ষা বন্ধন করতে হবে। তা হলে সখী চিরসৌভাগ্যবতী হবেন।

অন। আচ্ছা, আমি আনলেম বলে।

[ উভয়ে নিকৃষ্ট ]

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুটীরের সম্মুখ।

[ শকুন্তলা, গৌতমী ও একজন তপস্বিনীর  
প্রবেশ। ]

গৌত। দেবীকে প্রণাম কর।

শকু। [প্রণাম করা]

গৌত। দেবীর চরণে যেন ভক্তি থাকে, তা হলে তোমার স্বামী সকল সুখে সুখী হবেন।

তপ। বীর-প্রসবিনী হও। মা, এত দিন তপোবন আলো করেছিলে, এখন ব্রাহ্মপুত্রী আলো কর পিছে। আমি এখন আসি।

[অনন্তরা ও প্রিয়দর্শনার প্রবেশ।]

অন। শকুন্তলা, জান করে শরীর সুস্থ হয়েছে কি?

শকু। হয়েছে, এস একবার একত্রে বসে নি।

[ সকলের উপবেশন। ]

অন। এস শকুন্তলা, তোমার রক্ষা বন্ধন করে দি । (রক্ষা বন্ধন) চির-সৌভাগ্যবতী হও ।

শকু। তোমাদের ছেড়ে চললেম । আবার যে কবে দেখা হবে । [হস্ত দিয়া নয়ন-বারি মোচন ।

প্রিয়। এমন শুভ দিনে কি কাদতে আছে ? (পুষ্প দ্বারা শকুন্তলাকে স্নান করিতে করিতে রোনন)

[বস্ত্র ও অলঙ্কার লইয়া এক জন তাপস-  
কুমারের প্রবেশ ।]

তাপ। এই বস্ত্র অলঙ্কার নেও । শুভ ক্ষণে ইহা শকু-  
ন্তলাকে পরিবে দাও । শকুন্তলা স্বামীগৃহে গিয়ে চিরসুখী  
হন ।

গৌত। বৎস হারিৎ, এ বস্ত্রালঙ্কার কোথায় পেলে ?

তাপ। মহর্ষি কণ্ঠের নিকট বনদেবী আবির্ভূত হইয়া  
দিয়ে গেলেন । দেবতাদিগের অসাধ্য কিছুই নাই । বন-  
দেবী বায়ুদ্বারা এই বস্ত্রালঙ্কার প্রস্তুত করলেন । আমি এখন  
আসি । [প্রস্থান ।

অন। আমি একরূপ বস্ত্র, একরূপ অলঙ্কার কোথাও দেখি  
নি । কেনন করে পরিবে দেব ?

প্রিয়। তুমি মহিষীদিগের নানাভয়ঙ্করিত ছবিতে  
যেমন দেখেছ তেমনই করে পরিবে দেও ।



গোত । অনহুয়া, শীঘ্র পরিবে দাও ।

[ অনহুয়া ও শকুন্তলার প্রস্থান ।

মহর্ষি আসছেন ।

[ সচিন্ত ভাবে কণের প্রবেশ । ]

কণ । (স্বগত) আজ শকুন্তলা যাচ্ছেন—নিশ্চয়—মন ব্যাকুল হয়েছে । জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে । আমি বনবাসী, আমার মন এত ব্যাকুল হল ! গৃহীরা না জানি এমন অবস্থার কতই চুঃখাবিতুত হয় । [ পরিক্রমণ । ]

[ অনহুয়া ও শকুন্তলার পুনঃপ্রবেশ । ]

প্রিয় । এই অলঙ্কারগুলি পরে সখীর কি শোভাই হয়েছে ।

গোত । মা, পিতাকে প্রণাম কর । আহা, মহর্ষীর চক্ষের জলে বন্ধ ভেসে যাচ্ছে ।

কণ । (শকুন্তলা কণকে প্রণাম করিলে পর) বৎস, যযাতিকে পেয়ে শর্শ্বিষ্ঠা যেমন সুখী হয়েছিলেন, তুমি দুঃস্বস্তের মহিষী হয়ে সেই প্রকার সুখী হও । শর্শ্বিষ্ঠা যেমন নরপতি পুরুকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তুমিও সেইরূপ রাজচক্র-বর্তীর জননী হও ।

গোত । শকুন্তলা, মহর্ষি তোমাকে আশীর্বাদ করলেন না, বর দিলেন ।

কণ । মা, চল ঐ হোমায়ি প্রদক্ষিণ কর । হোমায়িতে পাণ ও বিদ্য বিনষ্ট হয় ।

[ কণের সঙ্গে শকুন্তলার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ । ]

বৎস, এখন যাত্রা কর । মিত্রেরা উভয়ে কোথায় ?

[ শাক্ত'রব ও সারস্বতের প্রবেশ । ]

উভ । আজ্ঞা, আমরা এসেছি ।

কণ । সারস্বত, শাক্ত'রব, তোমাদের ভগিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে হস্তিনার রেখে এস ।

সার । বে আজ্ঞা ।

কণ । শকুন্তলা, আজ স্বামী গৃহে চললেন, তরুলতা গণও বিবানে মগ্ন হয়েছেন । (বৃক্ষগণকে উদ্দেশ্য করিয়া) যে শকুন্তলা তোমাদিগের মূলে জলসেচন না করে অতিশয় পিপাসাতুর হলেও জল গ্রহণ করতেন না, যে শকুন্তলা তোমাদের প্রতি স্নেহবশতঃ অলঙ্কারপ্রিয় হয়েও কর্ণভূষণের জন্যও তোমাদের একটা পত্রও তুলতেন না, যে শকুন্তলা তোমাদিগকে কুম্মিত দেখলে আনন্দসাগরে ভাসতেন, সেই শকুন্তলা আজ স্বামীগৃহে চললেন, তোমরা তাঁকে আশীর্বাদ কর ।

অস্তরীক্ষে বনদেবীর সঙ্গীত ।

আলেরা—আড়া ঠেকা ।

ভারত-জননি বাও আগন ভবন,

ভারতরাজের সনে হটক মিলন ।

কর না স্নেহে গমন, পথে দ্বিধা সমীরণ,

মনোহর পরিমল কক্কক বহন ।

কিশলয়আচ্ছাদিত, ইন্দ্রিবরশুশোভিত

স্বচ্ছনীর সরোবর, জুড়াক নয়ন ।

বিস্তারি সহস্র কর, বিশাল তরুনিকর,

ছায়া দানে রবিতাপ, করুক বারণ ।

গৌত । বনদেবী তোমাকে আশীর্বাদ করছেন প্রণাম কর ।

[ শকুন্তলার প্রণাম । পুনর্বার সঙ্গীত ।

প্রিয় । প্রাণের শকুন্তলা, দেখ তুমি যাবে বলে সমস্ত তপোবন কাতর হয়েছে, হরিণগণ মুখের ঘাস ফেলে তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে । ময়ূর ময়ূরী নৃত্য ভুলে গিয়েছে, শুকশারিকা নীরব হয়ে বসে রয়েছে ।

শকু । (মাধবী লতার নিকট গিয়া) বোন চললেম, স্নেহ থাক । বাবা, মাধবীলতাটিকে আমার ন্যায় ভাল বাসবেন ।

কণ । মা, তোমার মঙ্গলের জন্য আমি লতাটিকে রোপণ করেছিলাম । তুমি সর্বগুণালঙ্কৃত স্বামী লাভ করেছ । তোমার সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত্ব হলেম । তোমার মাধবী লতাকে সহকারিত্বকে তুলে দিয়ে সেইরূপ নিশ্চিত্ব হব । মা, এখন যাত্রা কর ।

শকু । (সবী হরের দিকে ফিরিয়া) আমার মেহের মাধবী লতাকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করলেম ।

অন । আমাদের কাছে কার হাতে সমর্পণ করে চললে ?

[ রাবন ।

কণ । অনহুয়া, প্রিয়দেবা, তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে

সাম্বনা দেবে, না তোমরা আপনারাই কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে।

শকু। বাবা, গভিণী হরিণীটা নির্ঝিঁয়ে এসব হলে আমাদের সংবাদ দেবেন, ভুলবেন না।

কণ। না, আমি ভুলব না।

শকু। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) আমার বস্ত্র ধরে কে টানছে ?

কণ। আপন সন্তান মৃগশিঙীটা তোমার পাছ পাছ আসছে। ওর গালে কুশাকুর ফুটলে কত যত্নের সহিত ঔষধ দিতে, কত যত্নেই বা নব তৃণ হাতে করে খাণিয়ে দিতে। ও কেমন করে আপন জননীকে ছেড়ে দেয় ?

শকু। (ফিরিয়া) কেঁদে না। তোমার মা মরে গেলে আমি তোমাকে পালন করেছিলাম। আমি এখান হতে গেলে সখীরা তোমার মা হবেন। আমি বাই, তপোবনে স্নেহে থাক। [রোদন।

কণ। মা এখন কাঁদতে নাই। প্রতিজ্ঞা বলে চক্ষুজল সম্বরণ কর।

শাক। বেলা হল। ভগবন, আমাদিগকে বিদায় দিন।

কণ। শাকরব, শকুন্তলাকে সাবধানে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। ছয়ত্বের নিকট পৌছ তীর হাতে হাতে শকুন্তলাকে সমর্পণ করে দিবে বলবে “এত দিন কণ শকুন্তলাকে প্রতি-

পালন করেছিলেন, এখন আপনকার শকুন্তলা আপনি গ্রহণ করুন ।”

শার্ঙ্গ । যে আজ্ঞা ।

কণ্ঠ । মা শকুন্তলা, স্বামীগৃহে যাচ্ছ, যজ্ঞে সাক্ষীধর্ম পালন করও । স্বামী পরম গুরু, এটা সর্বদা মনে রেখ; স্বামীর গুরুজনদিগকে প্রগাঢ় ভক্তি করও; রাজার অন্যান্য মহিষীগণকে সপত্নী ভাবে না দেখে তাহাদিগকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করও; স্বামী রুষ্ট হলে তাঁর প্রতি রুষ্ট হইও না ।

গৌত । এই সার কথাগুলি মনে গেঁথে রেখে দিও ।

কণ্ঠ । মা, যাবার সময় একবার তোমার সখীদিগকে আলিঙ্গন কর ।

শকু । ( সখীদিগকে আলিঙ্গন করিয়া ) তোমাদিগকে ছেড়ে চললেম ।

কণ্ঠ । মা, তোমার সখীদিগকেও উপযুক্ত পাত্রের সমর্পণ করব । তোমার সঙ্গে এঁদের যাওয়া উচিত নয় বলে এঁরা তপোবনে থাকলেন । গৌতমীদিগী তোমার সঙ্গে যাচ্ছেন ।

শকু । ( প্রণাম করিয়া ) বাবা, চন্দন-তরু মলয় পর্বত ছেড়ে কেমন করে জীবিত থাকবে ?

[ কণ্ঠের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রোদন ।

কণ্ঠ । মা, কাতর হইও না । সংসারের এই ব্রীতি । যাও, ধরনীধরকে খুঁচি করে খুঁচি হও গে ।

অন। যদি মহারাজ তোমাকে না চিনতে পারেন এই অঙ্গুরীটা দেখিও । ( অঙ্গুরীয় প্রদান )

শকু । ( চমকিত হইয়া ) সখি, তোমার কথায় আমার মন অত্যন্ত অস্থির হল ।

প্রিয় । কোন আশঙ্কা করও না । অমুরাগী জনের মনে নানা প্রকার বৃথা আশঙ্কা উপস্থিত হয় ।

শাক্ত । মহর্ষি, অনেক বেলা হল । শকুন্তলা যাত্রা করতে বিলম্ব করছেন কেন ?

শকু । বাবা, আবার কবে এই পুণ্যধামে আসব ?

কণ । তোমার পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মহারাজ তাঁর উপর রাজ্যভার অর্পণ করে তোমার সঙ্গে এই তপোবনে বাস করবেন ।

গৌত । শুভ সময় অতীত হয়ে যায় । তোমার পিতা তপস্যায় নিযুক্ত হউন গিয়ে ।

কণ । এ বিলম্বে আমার তপস্যার ক্ষতি হচ্ছে ।

শকু । ( কণের দুপের দিকে দৃষ্টি করিয়া রোদন )

কণ । বৎস, ( দীর্ঘ নিশ্বাস ) আমার দুঃখ কখনই বাবে না । তোমার পালিত তরুলতাগণ যখন এখানে রইল, তখন কেমন করে সুস্থির হব ? এখন শুভযাত্রা কর ।

শকু । প্রিয়দেবা, অনহুয়া——( এক এক করিয়া উভয়ের গলদেশ ধারণ করিয়া রোদন )

[ গৌতমী ও মিত্রদেবের সঙ্গে শকুন্তলার প্রস্থান ।

৬০

## চতুর্থ অঙ্ক ।

অন। আ! আর দেখা যার না, সবী এই গাছ গুলীর  
আড়ালে পড়লেন।

কণ। ছোমাদের এত দিনের সঙ্গিনী চলে গেলেন,  
হুঃখে অধীর হইও না, আমার সঙ্গে এস।

অন। বাবা, আজ তপোবন শূন্য হল।

কণ। মায়ার এইরূপ খেলাই বটে (নীরবে কিরংকণ  
পরিজ্ঞমণ) এতক্ষণে মন স্থির হল। কন্যা সন্ধান পরের।  
এতক্ষণ অন্যের ধন আমার নিকট গচ্ছিত ছিল। এখন যার  
ধন তাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেম।

[ সকলে নিরাস্ত।

## চতুর্থ অঙ্ক।

### প্রথম গর্তাঙ্ক।

রাজ-ভবন।

হয়। ( ক্রান্ত ভাবে ) বিচার-প্রার্থী সকলেই সন্তুষ্ট হয়ে  
চলে গেছে। বর্ষের প্রতি দ্বিগুণ বৃষ্টি রেখে রাজ্যশাসনে কত  
পরিশ্রম, কত ভাবনা, কত কষ্ট। রাজ্যশাসনের সুখ অন্যকে  
স্বীকার। এতে অন্য কোন সুখ নাই। এ অমৃত তার  
বহন যাত্র, অমৃত পান করা নয়।

[ হই জন বন্ধির প্রবেশ । ]

প্র,ব ।

গীত ।

বারোঁরা—ঠুংরী ।

জান না কেমন সুখী তুমি নরবর,  
সুখী নরবর তুমি, সুখী নরবর ।  
নিজ সুখে সুখী বেই, অন্তরে কি সুখী সেই,  
জিজ্ঞাসি তোমাতে বল, বল নরবর ।  
সামিতে প্রজার হিত, সতত আছি চিন্তিত,  
ধন্য, ধন্য ধন্য তুমি, ধন্য নরবর  
অকাতরে তরুণ, নিজে সহি রবিকর,  
পাছে তোবে ছায়াঁদানে, জান নরবর ।

দ্বি,ব ।

গীত ।

অসীম অতুল, ভূপ, প্রতাপ তোমার,  
তব ভয়ে ধর্মপথে ফিরে ছরাচার ।  
কলহ তোমার নামে ছাড়ে জিসংসার ।  
তোমার প্রসাদে প্রজা সুখী অনিবার ।  
ধর্মের আলয় তুমি দয়ার সাগর ।  
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ধন্য নরবর ।

[ বন্ধিঘরের প্রস্থান । ]

ভূম্ব । সজীত হুংখীর সুখ, ত্যাপিভের শান্তি, ধরার অমৃত ।  
বন্ধিদের মনোহর গীতে আমার শরীর পুনর্জীবিত হল ।



মাধবোৱৰ প্ৰবেশ ।

মাধ । প্ৰশংসা পেলে প্ৰশংসা করতে ইচ্ছা হয় ।  
বন্দিতা আপনকাৰ প্ৰশংসা কৰলে, আপনি সঙ্গীতৰ প্ৰশংসা  
কৰলেন ।

[ নেপথ্যে বীণাৰ ধ্বনি । ]

মহাৰাজ, শুহুন, কি সুমধুৰ বীণাব । আৰ একট বীণা  
বাজল, এ ৰাজী হংসমতীৰ কণ্ঠবীণা ।

হুম্ব । চুপ কৰে শুন ।

[ নেপথ্যে ] গীত ।

পিনু—খেমটা ।

শঠ মধুকৰ, কি ৰীতি তোৰ ?

আগে পিয়ে মধু মানতী ফুলে,

পেয়ে নলিনীৰে তাহে পাসৰ ।

কি ৰীতি তোৰ ?

হুম্ব । বিৱহিণীৰ খেদ ।

মাধ । বুজতে পাৰলেন কি ? এৰ গুচ মৰ্ম আমাৰ  
হৃদয়কম হল না ।

হুম্ব । (স্বগত) গান শুনে মন হঠাৎ এমন হল কেন ?  
মন থাকে চান, সে তো দূৰে নাই । মধুৰ সঙ্গীত শ্ৰবণে  
পূৰ্বজন্মৰ সধুৰজনিৰ সুখৰ আভাস পেয়ে কি মন  
আকুল হল ?

## কঙ্কুর প্রবেশ ।

কঙ্কু । মহারাজের জয় হক । দুজন তপস্বী ও দুটা স্ত্রীলোক আপনকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন । আজ্ঞা হয় তো আসতে বলি ।

দুয় । কি, তপস্বীরা স্ত্রীলোক সঙ্গে করে এনেছেন !

কঙ্কু । আজ্ঞা হাঁ ।

দুয় । পুরোহিত স্ত্রমন্ত্রকে বল গিয়ে যে বেদবিধিমাতে ইহাদের অভ্যর্থনা করে হোমগৃহে নিয়ে যান । আমিও সেখানে যাচ্ছি ।

কঙ্কু । যে আজ্ঞা ।

[ সকলে নিকৃষ্ট ।

## দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

## হোম-গৃহ ।

## দুয়ন্তের প্রবেশ ।

দুয় । মহর্ষি এঁদের কেন পাঠালেন ? শাস্ত্রবিদ্যেবীরাঙ্কসেরা কি তপস্যার ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে ? না অন্য কোন বিপদ অটল তাপসজ্ঞার বিচলিত করতে বুঝা চেষ্টা পাচ্ছে । রাজার পাপে পুণ্যালয় তপোবনে কি রোগ প্রবেশ করেছে না বহুমতী কলশস্য উৎপাদন করছেন না ? কিছুই হিং করতে পারছি না ।

শাক'রব, সারস্বত, গৌতমী, শকুন্তলা; কঙ্ককী  
ও পুরোহিতের প্রবেশ ।

কঙ্ক । মহারাজ আপনাদিগের জন্য এই স্থানে অপেক্ষ  
করছেন ।

শাক' । সারস্বত, মহারাজের কি অতুল প্রভাব ! যে  
শাক্য ও দেবরাজ । মহারাজ সস্বরজ উভয় গুণেরই আশ্রয়স্থল  
দেখলে ভয় ও ভক্তি যুগপৎ মনে উদয় হয় ।

শকু । (সভয়ে) পিষীমা, আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন হচ্ছে  
কেন ?

গৌত । পরমেশ্বর তোমা হতে সকল অমঙ্গল দূরে  
রাখুন ।

শকু । (স্বগত) হৃদয়, ব্যাকুল হচ্ছে কেন ? আৰ্য্যপুত্রের  
অতুরাগের কথা শ্রবণ করে শূন্য হও ।

পুরো । মহারাজ, ই'হারা আপনকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে  
এসেছেন ।

শাক' ও সার । মহারাজের ক্ষয় হোক ।

হুয় । (প্রণাম করিয়া) আপনাদের আগমনে আজ হস্তিন  
নগরী পবিত্র হল ।

শাক' । (জনাস্থিকে) কি চমৎকার বিনয় !

শর । (জনাস্থিকে) না হবে কেন ? বৃক্ষ ফল ভরেই  
অবনত হয়, মেঘ বারিপূর্ণ হলেই পৃথিবীতে অবতরণ করে ।

হুয় । উপস্যার মঙ্গল তো ?

শাক্ত । আপনি যখন আমাদের রক্ষক তখন তপস্যার কোন বিঘ্ন হতেই পারে না । সূর্য্য গগনে থাকলে পৃথিবী কি আর অন্ধকারাবৃত হন ?

হুয় । (স্বগত) তবে আমার রাজা নাম সার্থক হল ।

(প্রকাশে) মহর্ষির কুশল তো ?

শাক্ত । আজ্ঞা কুশল । তিনি আমাদের আপনকার নিকট পাঠিয়ে দিলেন ।

হুয় । মহর্ষির আজ্ঞা কি ?

শাক্ত । আপনি যে শকুন্তলাকে গোপনে বিবাহ করেছেন এ শুনে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যিত হয়েছেন । শকুন্তলা এখন গর্ভবতী, তাঁকে আমরা সঙ্গে করে এনেছি । এখন আপন সহধর্ম্মিনীকে আপনি গ্রহণ করুন ।

হুয় । (বিস্মিত হইয়া) সে কি ?

শাক্ত । আপনকার বিবাহিত ভাৰ্য্যা আপনকার নিকট এসেছেন, আপনি এঁকে নিজ ভবনে স্থান দান করুন ।

হুয় । আপনি বলেন কি ?

শাক্ত । আপনি স্বীয় সহধর্ম্মিবীর প্রতি অশুভ হন আর না হন তাঁকে আপন গৃহে স্থান দিন ।

হুয় । আমি তো এঁকে বিবাহ করি নাই ।

সার । কি, আপনি এক জন প্রবলপ্রতাপ নরপতি, আপনি পূর্বে যে কার্য্য করেছেন, এখন অযোগ্য বোধে তা অস্বীকার করছেন ?

দুয় । আমি যা করি নাই তা কেমন করে স্বীকার করি ?  
রাজা : কেন, অতি হীন ব্যক্তিও এরূপ করতে পারে না ।

শার্ঙ্গ । ( সক্রোধে ) ঐশ্বর্যোন্মত্ত ব্যক্তিদিগের অসাধা কিছুই নাই ।

দুয় । আপনি অকারণে কেন আমাকে এরূপ কটু কথা বলছেন ?

গৌত । মা শকুন্তলা, অবগুষ্ঠন মোচন করে দেখাই, তা হলে মহারাজ তোমায় চিনতে পারবেন এখন ! লজ্জা কি ?  
[ অবগুষ্ঠন মোচন ।

দুয় । ( স্বগত ) অপার সৌন্দর্য—অন্যের সম্পত্তি—  
ইচ্ছা করলেই পেতে পারি, কিন্তু পেতে ইচ্ছা করাও পাপ ।  
দুয়ন্ত এমন অমূল্য রত্ন চার না ।

শার্ঙ্গ । মহারাজ, নীরব হয়ে রইলেন কেন ?

দুয় । তাপস, আমি এঁকে বিবাহ করেছি স্বরণ হয় না ।  
কেমন করে বলুন ক্ষত্রিয় হয়ে অন্যের রমণীকে ভার্য্যা বলে গ্রহণ করি ?

শার্ঙ্গ । মহারাজ, সাবধান । দেবতুল্য কণ্ঠের অবমাননা করবেন না । মহর্ষির ক্রোধে ত্রিলোক ভস্মীভূত হতে পারে ।  
আপনি চোরের ন্যায় যে রত্ন অপহরণ করেছিলেন তিনি সেই রত্ন পুনর্বার আপনাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দান করছেন ।  
গ্রহণ করুন, মহর্ষির অবমাননা করবেন না ।

সার । শার্ঙ্গবর ক্ষান্ত হও । শকুন্তলা, মহারাজ যখন

বলছেন যে উনি তোমাকে বিবাহ করেন নাই, তুমি স্বয়ং তাঁকে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেও ।

শকু । (স্বগত) যখন ভুলতে পেরেছেন তখন আর পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কি হবে ? বিধাতা অভাগিনী করলেন, তবু একবার দেখি অভাগিনীকে মনে পড়ে কি না ? [কাতর স্বরে] আৰ্য্যপুত্র—এ সম্বোধন অন্যায় মনে করছেন ? পৌরবরাজ, তবোবনে বনবাসিনীর প্রতি এত অমুরাগ দেখিয়ে এখন সমুদায় অস্বীকার করছেন ?

দুয় । (কর্ণে হস্ত দিয়া) রাম, রাম ! তুমি কুলোকে কুমন্ত্রণায় আপনাকে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে নিম্নল পুরুবংশোদ্ভূত দুয়ন্তকে কলঙ্কিত করবের চেষ্টা পাচ্ছ । বর্ষার মদী আপন বেগে আপনি পঙ্কিল হয় ও তীরস্থ মহারুককে উৎপাটিত করে ।

শকু । যদি বিশ্বৃতি বশতঃ আপনি এত নির্দয় হয়ে থাকেন এই অঙ্গুরীয় দেখুন ।

দুয় । সর্কাসমুদ্র কোশল দেখছি । কৈ ? অঙ্গুরীয় দেখিণ

শকু । (অঙ্গুরীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া) হা কপাল ! অঙ্গুরীয় নাই । [খোঁতমীর প্রতি সজল নয়নে দৃষ্টি]

গৌত । শতীতার্থে ঘানের সময় বুকি অঙ্গুরীয় জলে পড়ে গিয়েছে ।

হয় । বলিহারি নারীজাতির বুদ্ধি । সময়োপযোগী কথা  
যেন জিহ্বাগ্রে লেগে রয়েছে ।

শকু । হা বিধাতা, কপালে এতই লিখেছিলে । পৌরব-  
রাজ, আর একটা কথা নিবেদন করব ।

হয় । যা বলবার আছে বল ।

শকু । এক দিন আপনি সেই সহকারবৃক্ষতলে পদ্মপত্র-  
নির্মিত পাত্র হাতে জল হাতে চাললেন—মনে হয় ?

হয় । তার পর ?

শকু । জল দেখে আমার পালিত হরিণশিশুটী আপন-  
কার কাছে দৌড়ে এল । আপনি ঘেহের সহিত বললেন  
“বৎস, জল পান কর” । সে আপনকার হাতের জল খেলে না ।  
আমি দিলেম, আর অমনি যে আগ্রহের সহিত খেতে লাগল ।  
আপনি হেসে বললেন তোমরা ছুজনেই বুনো, তাই পরস্পরে  
এত সন্তাব ।

হয় । কথাগুলি মধুমাথা, এতে বিলাসীর মন অনারাসে  
ভুলতে পারে ।

গৌত । মহারাজ, ইনি ভপোবনবাসিনী, এঁকে এরূপ  
হুস্কাক্য বলবেন না ।

হয় । পুরুষকে চাতুরী শিখাতে হয় ; নারীজাতি তা  
আপনা আপনিই শিখে ।

শকু । ( সরোদানে ) এখন জানলেন আপনি পরম

অধর্মীচারী। আপনি নিজেকে যেমন, অন্যকেও সেইরূপ মনে করেন।

[ অভিমানে অধোবদন হওয়া। ]

হয়। কৃত্রিম সরলতার আমি প্রতারণিত হই নাই, কৃত্রিম ক্রোধেও প্রতারণিত হব না। হৃদয়ের নিশ্চয় করছ, হৃদয়কে সকলেই জানে। তুমি যে অসাধারণ রমণী শুদ্ধ তারই পরিচয় দিলে।

শকু। ( সরোদনে ) আপনি সত্যবাদী সদাচারী নরপতি আর আমি মিথ্যাবাদিনী দুষ্চারিণী নারী। ওহ ! কি শুভক্ষণেই তপোবন পরিত্যাগ করে হস্তিনার যাত্রা করেছিলাম ! কি শুভক্ষণেই পুরুকুলভিলক মহাশ্বাকে হৃদয় মন সমর্পণ করেছিলাম ! তখন আমাকে সুমধুর বাক্যে প্রতারণিত করেছিলেন, এখন হৃদয়ে নিঃকোষ অগ্নি বসিয়ে দিচ্ছেন। হা জননি, তুমি আমাকে কাননে কেলে গিয়ে ছিলে, কেন আমাকে একাবারে প্রাণে মেরে বাও নাই ?

[ অবনত মস্তকে রোদন। ]

শাক। আর সহ্য হয় না, আপাদমস্তক গুড়ে গেল। কণ্ঠহিতার এত অপমান ! সসাগরা পৃথিবীরাজের চণ্ডালের আচরণ !

সার। ভগিনি শকুন্তলা, কেন শুকজনদিগকে রাজ্য-রাগের বিষয় জানাও নাই, কেন অপরিচিত জনকে সহসা পতিব্রত বরণ করেছিলে ?



হয়। আপনারা কি আমাকে এই মায়াবিনীর মধুর  
ষাকো প্রতারিত হয়ে ঘোর নরকে নিমগ্ন হতে বলেন?

শাক্য । ষাঁর নামে পাপক্ষয় হয়, পুণ্য বৃদ্ধি হয়, সেই  
তপপরায়ণ কণ্ঠের আশ্রয়ে এত কাল বাস করে শকুন্তলা কি  
প্রতারণা শিক্ষা করেছেন? বনবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করুন,  
কে না বলবে যে শকুন্তলা সন্ন্যাসী মূর্তিমান, কে না বলবে  
শকুন্তলা তপোবন পবিত্র করে রেখেছিলেন। শকুন্তলার  
গুণে বন্য জন্ত তরুণতা পর্যাস্তও তাঁর বশীভূত হয়েছিল।  
এমন শকুন্তলা আপনকার নিকট মায়াবিনী মিথ্যাবাদিনী  
হলেন! হা মহেশ্বর! এই জন্যই সাধুজনেরা তোমাকে পরি-  
ত্যাগ করেন। আপনি পৌরবকুলকলঙ্ক, ধর্মের নিন্দাকারী,  
অধর্মের দান। ধিক আপনার নরপতি নামে! ধিক আপনার  
ঐশ্বর্য্যে! ধিক আপনার জীবনে! এমন পাপও ভাবতের রাজা!  
এমন পাপও ভারতে জন্ম গ্রহণ করেছে!

হয়। ব্রাহ্মণ, আপনার প্রলাপ বকবার অধিকার আছে।  
বলুন দেখি অকারণে আপনার পুণ্যময়ীর নিন্দা করে আমার  
কি লাভ হবে?

শাক্য । সর্বনাশ।

হয়। পুরুবংশে কাহার কখনও সর্বনাশ হয় নাই।

সার। আর কথায় প্রয়োজন নাই। আমরা মহর্ষির  
আজ্ঞা পালন করেছি, এখন চলে যাই। শকুন্তলা আপনার

সহধর্মিনী, ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন, ইচ্ছা হয় পরিত্যাগ করুন ।

শাক্ষ । (গৌতমীর প্রতি) মা, চলুন আমরা যাই ।

[গৌতমী ও মিশ্রদ্বয়ের গমনোদ্যাম ।

শকু । (সরোদানে) আর্যপুত্র আমাকে ত্যাগ করেছেন, আপনারাও কি আমাকে ফেলে চললেন ?

[পশ্চাৎ গমন ।

গৌত । শাক্ষ'বর, ইনি নিষ্ঠুর স্বামীর নিকট থেকে কি করবেন ? স্নেহময়ীকে কেমন করে নিষ্ঠুর পাষাণের হাতে ফেলে যাই ?

শাক্ষ । ঐ স্থানে থাক, শকুন্তলা ! স্বামীর দোষে কি তুমি যথেষ্টচারিণী হবে ?

সার । মহারাজ যেক্রপ বলছেন তুমি যদি সেইরূপ কলঙ্কিনী হও তোমার দুঃখিত হওয়া অনায়াস ; যদি পতিপ্রাণা সতী হও, দাসীর ন্যায় স্বামীগৃহে থাক, সেও তোমার ভাল । তুমি এখানে থাক, আমরা চললেন ।

শকু । ওহ ! জিজ্ঞাসে আমার কেহই নাই !

[রোদন ।

[গৌতমী ও মিশ্রদ্বয়ের প্রস্থান ।

হয় । এঁকে বৃথা আশ্বাস দিয়ে বান কেন ? হয়ন্ত কুল-টাকে পত্নী বলে গ্রহণ করতে পারে না ।

শকু । পরমেশ্বর, একগই অভাগিনীকে বিনাশ কর,

বিনাশ কর। করুণাময় যদি তোমার এক বিন্দু করুণা থাকে,  
হতভাগিনীকে বিনাশ কর। (রোদন)

হুম। (কণকাল নিস্তক থাকিয়া সঙ্গে পুরোহিতের প্রতি)  
আমি ইহাকে বিবাহ করেছি মনে হয় না। আপনি বলুন,  
এ হুমের কোনটা গুরুতর পাপ—বিবাহিতা ভার্য্যাকে পরি-  
ত্যাগ আর অপরের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস ?

পুরো। এক কাজ করা বাক। প্রসবের কাল পর্য্যন্ত  
ইনি রাজ-ভবনে থাকুন।

হুম। কেমন ?

পুরো। জ্যোতির্বিদেরা গণনা করে বলেছেন আপনকার  
প্রথম সন্তান রাজচক্রবর্তীলক্ষণাক্রান্ত হবেন। যদি ইনি  
এরূপ সন্তান প্রসব করেন, আপনি একে গ্রহণ করবেন,  
তা না হলে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

হুম। আপনি উচিত পরামর্শ দিয়েছেন।

পুরো। বৎস, আমার সঙ্গে এস।

[ পুরোহিতের সহিত শকুন্তলার প্রস্থান।

[ নেপথ্যে ] কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য !

হুম। (ব্যাগ্রতার সহিত) কি হয়েছে, কি হয়েছে ?

[ পুরোহিতের পুনঃপ্রবেশ । ]

পুরো। মরচক্ষু কখনও এমন ব্যাণার দেখে নাই।  
কণের শিখোরা চলে গেলে পর শকুন্তলা হাহাকার করতে  
লাগলেন, এমন সময়—

হয়। কি হল ?

পুরো । এমন সময় অন্তরীক্ষ হতে এক দিবাক্রপিনী জ্যোতিঃস্বরী রমণী নেমে এসে তাঁকে কোঁড়ে করে নিয়ে অন্তর্ধান হলেন ।

হয় । এটা গোড়াগুড়ী অক্লুত ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল । (ক্ষণকালের নিমিত্ত নীরব) আর ভাবলে কি হবে ?

পুরো । মহারাজ, এ বিষয় আর ভাববেন না ।

হয় । স্মরণ হয় না, তবু এখন কেমন মনে নিচ্ছে এর কথাগুলি মিথ্যা নয় ।

[ উভয়ের বিমর্ষ ভাবে নিঃশ্বাস ।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

### হেমকূট পর্বত ।

রণে মিশ্রকেশী ও শকুন্তলার অবতরণ ।

গীত ।

সাহানা—৪৭ ।

সতীর নরন-নীর দেখিতে কে পারে হার ?

তাহে তরলতা কাঁদে, পাখাণ গলিয়ে বার ।

তপন মলিন হয়, সমীরণ হুঃখ বয়,

ব্রহ্মাণ্ড বিবাদে ভোবে, বাখা পান বিশ্বাশ্রয় ।

মিশ্র । (অবতরণ করিয়া শকুন্তলার নরন জল মুছিতে মুছিতে) না, আর কেঁদ না । নিশ্চয় স্বয়ং ভগবান তোমার

হৃৎ মোচন করবার জন্য বাস্তব হয়েছেন। চল, মা, তোমাকে শান্তিনিকেতন কশ্যপের আশ্রমে রেখে আসি।

শকু। চলুন, যেখানে নে যান সেই খানে যাচ্ছি, আমার কাছে সকল স্থান সমান। অভাগিনীর নিকট এখন স্বর্গ নরকে প্রভেদ নাই।

মিশ্র। হায়, হায়, যে জন্মস্তর বশ স্বর্গ মর্ত্য প্রাপ্ত করেছেন তিনি আজ সাধ্বী সহধর্ম্মিনীকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করলেন!

শকু। আমাকে শত বার পরিত্যাগ করলেও আমি সে হৃৎ সহ্য করতে পারি। দেবি, তিনি আমাকে কুলটা বলেছেন—আমি কুলটা! ও হ! (বেগে রোদন) এ সহ্যে পারি নে। দেবি, অহল্যা মুনিশাপে পাষণ হয়েছিলেন। আপনার যদি শক্তি থাকে আমাকে পাষণ করে ফেলুন—আর সহ্যে পারি নে।

মিশ্র। মা, কেঁদে না। হা নিষ্ঠুর জন্মস্ত, ঐশ্বর্য্যোন্মত্ত হইয়া পতিপ্রাণা সতীর হৃদয়ে কি মর্ম্মভেদী বেদনাই দিয়েছে?

শকু। তাঁর দোষ দেব কি? অভাগিনীর ভাগ্য দোষে বুঝি তাঁর বাস্তবিকই বিস্মৃতি জন্মেছে। (সরোদনে দীর্ঘ নিশ্বাস।)

মিশ্র। দেব দৈত্য মানব কারও কি কখনও এমন বিস্মৃতি হয়েছে? চৈতন্য থাকতে কারও কি এমন বিস্মৃতি হতে পারে? যে ঘটনার হৃদয়ের সঙ্গে নিগূঢ় যোগ তা কি কখনও ভোলা যায়?

শকু । আমি আৰ্য্যপুত্রের হৃদয় জানি—বিশ্বুতি না হলে সে হৃদয়ে এমন অমরুত্ব স্থান পায় না । (সরোদনে দীর্ঘ নিশ্বাস)

মিশ্র । তাই হোক । সখী মেনকা তোমাকে অচেতন অবস্থায় রেখে তুলে দিয়ে কশাপের আশ্রমে গিয়েছেন । তোমাকে সেখানে রেখে আমি জানি গিয়ে বাস্তবিক ছয়স্তের বিশ্বুতি জন্মেছে কি না । যদি বাস্তবিকই বিশ্বুতি হয়ে থাকে আমি তা দূর করবই করব । আর যে পরিমাণে তোমার মনোবেদনা দিয়েছেন, সেই পরিমাণে তাঁর হৃদয় অহুতাপে দগ্ধ করব ।

শকু । দেবি, সেটা করবেন না । (কিরংক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) দেবি, আৰ্য্য-পুত্রকে আমি কটু কথা বলে বড় মনোবেদনা দিয়ে এসেছি ।

মিশ্র । আহা, যে হৃদয় অমুরাগ ধনি সেই হৃদয়ে ছয়স্ত অন্ধ হয়ে বিষ ঢেলে দিলেন । শকুন্তলা, তোমার দুঃখ মোচন না করে আমার শাস্তি নাই । আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সকলেরই মন তোমার দুঃখে বিচলিত করে তোমার দুঃখ দূর করব ।

[ গান করিতে করিতে শকুন্তলার সঙ্গে  
মিশ্রকেশীর প্রস্থান ।

# পঞ্চম অঙ্ক।

—০০০—

## প্রথম গভাঁক।

কুটীর। সম্মুখে বিস্তৃত জাল।

রক্ষিপ্রধান ও দুই জন রক্ষকের প্রবেশ ;

সঙ্গে উভয়হস্তবদ্ধ ধীবর।

প্র, র। ( ধীবরকে প্রহার করিয়া ) এখন বল, বেটা, এমন হীরেবসান আংটা তুই কোথায় পেলি ?

ধীব। ( কল্পিত হইয়া ) দোহাই রক্ষক বাবার, আমাকে মারবেন না। ক্ষুদ্র প্রাণী থয়রা মাছ কি রাঘব বোলের দাঁত পাটীতে ঠোক দিতে পারে ? দোহাই বাবার, আমার কোন দোষ নাই।

প্র, র। মহারাজ তোমাকে সুভ্রাক্ষণ বলে দান করেছেন, না ? ( প্রহার )

ধীব। আবার মার কেন, বাবা ? বলছি শোন, আমার বাড়ী শকরাবতে, আমি জেতে জেলে—

ধি, র। জেতে জেলে হলে বুঝি সাধ হয়, না শকরাবতে বাড়ী হলে চুরি করতে জানে না ?

রক্ষি । কি বলছিলি বল্ । কোন কথা গোপন করিস  
নে ।

প্র, র । শুনলি তো ?

ধীব । এজ্ঞে । চুঁচড় পুঁটীটেও পেটের ভিতরে রাখব না ।  
মাছ মারা আমার ব্যবসা, তাইতেই দিন গুজরাণ চলে ।

রক্ষি । সাধু ব্যবসাটা বটে ।

ধীব । ভালই বল আর মন্দই বল, জাত ব্যবসা ছাড়ি  
কেমন করে ? আমার সাত পুরুষের হাতে জালটানা কড়া  
পড়েছে ।

রক্ষি । বল্ এখন আংটা কোথায় পেলি ?

ধীব । এজ্ঞে বলি । কাল রেতে দড়াজাল বাইতে  
বাইতে একটা কুই মাছ পাই । তারই পেটের ভিতরে এই  
আংটাটে ছিল । ঠিক বলেছি, এর একটা আসও মিথ্যা নয় ।

প্র, র । মাছের পেটে আংটা ছিল ! মিথ্যা সাজাতেও  
বুদ্ধি লাগে । ( প্রহার )

ধীব । দোহাই বাবাদের, মাছের পেটে আংটা ছিল ।  
মাছের পেটে——( প্রহার ) উ, উ, উ, গেলুম—মাছের  
পেটে ( প্রহার )—গেলুম মাছের পেটে ( প্রহার ) বাবা—  
মাছের পেটে——( প্রহার ) এ, এ, এ, । কি কাল  
মাছ মেরে ছিলাম । দোহাই বাবাদের, দোহাই ধর্ম্মের, দোহাই  
মহারাজের, এ আংটা কুই মাছের পেটে ছিল । মার, খুন কর,  
আমি মিছে কথা বলি নি, বলবও না ।



রক্ষি । আর যেহ না ! আংটিতে মাছের গন্ধ বটে । চল,  
একে মহারাজের নিকট নিয়ে চল ।

ধীব । বাবা রে, মহারাজের কাছে !

দ্বি, র । কি, তোকে সহজে ছেড়ে দেব না কি ? চল  
বেটা, চল ।

[সকলে নিষ্কান্ত ।

## দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

তোরণ সমীপে রাজ-পথ ।

রক্ষিপ্ৰধান, রক্ষকদ্বয় ও

ধীবরের প্রবেশ ।

রক্ষি । তোমরা এখানে দাড়াও আমি আংটি নিয়ে মহা-  
রাজের কাছে যাই ।

ধীব । (সভয়ে) আমার বেতে হবে না ?

রক্ষি । আমি ফিরে আসি তার পর ।

ধীব । (স্বগত) কেনই বা কাল রুই মাছ জালে পড়েছিল ?  
মার খেয়ে মহাপ্রাণীর যে টুকু বাকী ছিল তা ভয়ে বেরুল,  
মহারাজ না জানি কি বলেন । হে ধর্ম, তুমি সাক্ষী । কি  
কাল রুই মাছ জালে পড়েছিল । কপালে কি আছে ?  
এতক্ষণে মাছ মেরে ফিরে আসতে পারতেন । কাল রুই

মাছ মেরে বড় আক্লাদ হয়েছিল, তেমনই ভোগ ভুগছি । বড়সিগেলা মাছের মত ছটফট করছি । কি কাল রুই মাছ জালে পড়েছিল, আমার জালগুচ্ছ ডুবুলে নে কেন? সেও ভাল ছিল ।

প্র, র । দেখ, ওই যে ছজন মুনি এসেছিল, অমন রাগী মানুষতো আমি কখনও দেখি নি । আমি নগরের দ্বারে পাহারা দিছি এমন সময় দেখি এরা ছজন গৌজ গৌজ করে চলে আসছে । তাদের পেছু পেছু দেখি রাজপুরুত আসছেন, তিনি কাকুতি মিনতি করে বললেন, আপনারা আহালাদ করে যান । তারা বললে এত বড় পাপীষ্টীর রাজধানীতে আমরা এক নিমেষের জন্যেও থাকতে পারব না ।

দ্বি, র । তাও বুঝিন নি? তারা মহারাজের মুখের উপর গালি দিয়ে চলে গিয়েছে । তার পর মহারাজ না কি আহালাদ নিদ্রা পরিত্যাগ করেছেন ।

প্র, র । ব্যাপার খানা কি বলতে পার?

দ্বি, র । না । ঐ মুনিদের সঙ্গে একটি পরমা স্ত্রী মেয়ে এসেছিল । তাকে না কি দেবতারা স্বর্গে তুলে নে গেছেন ।

দ্বি, ব । সে মেয়ে দেবকন্যো ।

প্র, র । দেখিস্ বেটা যেন পালায় না ।

[ রক্ষিপ্রধানের পুনঃপ্রবেশ ।

রক্ষি । মহারাজ আজ্ঞা দিয়েছেন—

ধীব। (সভয়ে) আমি গেছি গো —

রক্ষি। মহারাজ আজ্ঞা দিয়েছেন একে ছেড়ে দেও।

ধি, র। যে আজ্ঞা। বেটা যমের বড়ী হতে ফিরে এল।

ধীব। (রক্ষিপ্রধানকে প্রণাম করিয়া) বাবা, তোমার দয়ায় আমি বেঁচে গেলেম।

রক্ষি। আমার দয়ায় নয়, মহারাজের দয়ায়। মহারাজ তোমার প্রতি আরও অনুগ্রহ দেখিয়েছেন—এই অর্থ পারি-  
তোষিক দিয়েছেন। (অর্থ প্রদান)

ধীব। এত টাকা! তোমার সাত পুরুষ রক্ষক হোক।

প্র, র। মহারাজ বুঝি আংটিতে বড় ভাল বাসেন?

রক্ষি। ভালবাসেন কিন্তু আংটি মহামূল্য বলে নয়।  
এর নিগূঢ় কারণ আছে বোধ হয়। আংটিতে আংটি অপেক্ষা  
প্রিয়তর কিছু আছে।

ধি, র। কারণটা কি?

রক্ষি। আংটি পেয়ে বোধ হয় মহারাজের কোন প্রিয়  
জনকে স্মরণ হল। মহারাজের মন হিমালয়ের তুল্য অটল  
তবু আংটি দেখাবামাত্র যেন তাতে শ্রল্লভ উপস্থিত হল।

ধি, র। ভাল জেলের জালের গুণ।

প্র, র। দেব আজ মার খেয়ে তোর পিঠ ফুলল কিন্তু  
কপাল খুলল। (কোপ-দৃষ্টি)

ধীব। আবার চোক রাজাও কেন? টাকার অর্ধেক  
তোমরা মদ খেতে নেও।

দ্বি, র । ভাই তুই বেশ লোক । তুই আমাদের দিবি বলেই তো তোর এত লাভ হল । চল একত্রে গুঁড়ির বাড়ী যাই । তুমি প্রত্যহই এমনই মাচ ধরো ।

## তৃতীয় গভাঁক ।

রাজোদ্যান ।

মিশ্রকেশীর প্রবেশ ।

মিশ্র । ছয়স্তের ভ্রম ভেঙ্গেছে; এখন দেখতে হবে শকুন্ত-  
লার প্রতি ঐর কি রূপ অমুরাগ । (চতুর্দিকে অবলোকন  
করিয়া) আহা, আজ শুভ দিনে রাজপুরীকে দুঃখ আচ্ছন্ন  
করেছে আমি এখানে অলক্ষিত ভাবে অবস্থিতি করি ।

[ অন্তরালে গমন ]

[ অনঙ্গসহচরীষয়ের প্রবেশ । ]

প্র, স । ( আত্ম-মুকুলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ) মরি, কি  
সুন্দর, কি সুগন্ধ । ডাঁটাটি হরিষ্মণ, তাতে সহস্র মুকুল ;  
কতক প্রস্ফুটিত, কতক অপ্রস্ফুটিত । বসন্তের এটা উত্তম  
অলঙ্কার । কতকগুলি আত্মমঞ্জরী রতিদেবীকে উপহার দিতে  
হবে ।

দ্বি, স । কোকিলই আত্ম-মুকুল দেখে বিমোহিত হয়,  
তুমিও একটা মধুরকণ্ঠ কোকিল । বসন্ত এসেছে, এখন  
আমরা (গীত ও নৃত্য )

খিখিট—ধেমটা ।

প্রেমেতে মাতিব, মাতিয়া গাইব,

( মরি ) মধুর প্রেমের গীত ।

প্র, স । ( নৃত্য করিতে করিতে )

প্রেম বিলাইব, প্রেমে মাতাইব,

( সবায় ) প্রেমে করিব মোহিত ।

উভয়ে । ( নৃত্য করিতে করিতে )

মদন রাজারে, প্রেম উপহারে,

( আজ ) পূজিব হয়ে হরষিত ।

প্র, স । এই মুকুলটী তুলি, এখনও সম্পূর্ণ ফুটে নি ।

দ্বি, স । এই একটা মুঞ্জরী সম্পূর্ণ ফুটেছে । কি সুগন্ধ,  
বাহা অন্ন অন্ন রেণু পড়ছে । এটা রতিপতি নবহৃদয় বিদ্ধ-  
কারী বাণের অগ্রভাগে দেবেন ।

[ কঙ্কূরীর প্রবেশ । ]

কঙ্ক । ( সজ্ঞোথে ) অর্দ্ধক্ষুটিত মুকুলগুলি কেন ভাঙছ ?  
এ বৎসর মদনোৎসব হবে না । মহারাজ নিবেদন করেছেন ।

প্র, স । হবে না ?

দ্বি, স । ( সহচরীর প্রতি ) সে কি ?

কঙ্ক । না, না, হবে না । পশু পক্ষী তকলতা পর্য্যন্ত মহা-  
রাজের হুঃখে হুঃখিত । মুকুল হয়েছে কিন্তু ফুটেছে না ; পুষ্প  
ফুটতে না ফুটতে শুকিয়ে যাচ্ছে ; কোকিলের সুস্বর তার

কণ্ঠেই রয়েছে ; রতিপতি পুষ্পবাণ অর্ঙ্গসন্ধান করে পুনর্বার  
তুণে রেখে দিয়েছেন ।

মিশ্র । ( স্বগত ) কি ভয়ানক বিস্মৃতি ! অন্ধকার সুধাং-  
গুকে গোপন করলে, অতি আশ্চর্য্য ! কিন্তু হৃদয়ের হৃদয় অতি  
কোমল—অটল ।

প্র. স । আমরা এখানে ছিলাম না, মহারাজের আজ্ঞা  
শুনতে পাই নি ।

কঞ্চু । এখন শুনলে আর মুকুলে হাত দিও না ।

দ্বি. স । মহারাজের আজ্ঞা পালনই আমাদের আনন্দ ।  
মহাশয়, মহারাজের এমন হল কেন আমরা কি শুনতে পারি ?

কঞ্চু । শকুন্তলা বর্জনের কথা শুন নি ?

প্র. স । শুনেছি । মৎস্যের উদরে আংটা পাওয়া  
পর্য্যন্ত ।

কঞ্চু । তার পর, মহারাজ আংটা দেখে বলে উঠলেন  
“আমারই শকুন্তলা, আমারই সহধর্ম্মিণী শকুন্তলাকে বিসর্জন  
দিলেম” । এই বলেই নীরব, আর চক্ষের জল দর দর করে  
পড়তে লাগল । তার পর আর তাঁকে হাসতে দেখি নি,  
রাজকার্য্য ছেড়ে দিলেন, চিন্তায় হৃদয় ভালালেন, সংসার ভুলে  
গেলেন । শকুন্তলাকে যেমন ভুলেছিলেন এক্ষণ শকুন্তলা  
ছাড়া আর সমুদায়ই তেমনই ভুলেছেন ।

মিশ্র । ( স্বগত ) আহ্লাদেরই বিষয় ।

কঞ্চু । এই জন্যই বসন্তোৎসব বন্দ হয়েছে ।

স, স্বয়ং । আমাদেরই ছুভাগ্য ।

কঞ্চু । ( নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া ) মহারাজ আসছেন, তোমরা সরে যাও ।

[ অনঙ্গসহচরীদ্বয়ের প্রস্থান ।

[ ছয়স্তু, মাধব্য ও প্রতীহারীর প্রবেশ ।]

মিশ্র । ( স্বগত ) বেন মহত্ব মূর্তিমান । আমার শকুন্তলা অপমানের সহিত পরিত্যক্ত হয়েও এঁর বিরহে জীবন্ত হয়েছেন, তা আশ্চর্য্য নয় ।

ছয় । নিদ্রিত ছিলাম, জাগ্রত হলেম, হৃৎসাগরে ভাসলেম—এ হৃৎ ? হৃৎ সহ্য করা যায় । কালকূট, কালায়ি, স্বর্গ মর্ত্য পাতালে যা কিছু ভয়ঙ্কর আছে, ইহার সহিত কিছুই তুলনা হয় না । এ অভিনব যন্ত্রণা, ছয়স্তুের জন্য বিধাতা সৃজন করেছেন । মরছি অথচ জীবিত আছি, বিক্লিপ্ত হচ্ছি, অথচ জ্ঞান আছে । মহুবোয়র ক্ষুদ্র হৃদয়ে এত যন্ত্রণা স্থান পায়, অথচ তা বিদীর্ণ হয় না ! হা শকুন্তলা—ও নাম অতি মধুর বলে আমাকে পুড়িয়ে মারছে । এ হৃৎ অমেরুর ন্যায় অক্ষর, আকাশের ন্যায় বিস্তৃত, সাগরের ন্যায় গভীর ।

মিশ্র । ( স্বগত ) তবে তোমার পূর্ব্বের মনোহারিণী, এখনকার অভাগিনী হৃৎসায়িনী শকুন্তলা পরিণামে সুখী হবে ।

মাধ । মহারাজ পূর্ব্ব প্রণয়ের সুবাসে পাল তুলে দিয়েছিলেন, এখন প্রণয়ের মহা ঝড়ে হাবি ডুবি থাকছেন ।

কঞ্চু । ( আস্তে আস্তে ছয়স্তুের নিকট আসিয়া ) মহা-

রাজের জয় হোক । মহারাজ, উপবনের অপূর্ণ শোভা হয়েছে, দেখে মনকে সুস্থ করুন ।

হুয় । ( না গুনিয়া ) প্রতীহারি, মন্ত্রীকে বল গিয়ে, তিনি আপন ইচ্ছামত রাজ কার্যা করেন ।

প্রতী । যে আজ্ঞা ।

হুয় । রাজকার্যা—হাহাকার ভিন্ন আমার আর অন্য কার্যা নাই । কঞ্চুকি, তুমি আপন কাজে যাও ।

কঞ্চু । যে আজ্ঞা ।

[ প্রস্থান ।

মাধ । উদ্যানে মাছীটীও রইল না, এখন আপনি বসন্তের আনন্দে মন মিশিয়ে দিন ।

হুয় । কে মাধব্য ? মাধব্য, নির্দোষীকে দণ্ড দিলে অধিক দণ্ড হয় কার, নির্দোষী ব্যক্তির না দণ্ডদাতার ? দণ্ডদাতার, কেমন ? কি বলছিলেন ?

মাধ । উদ্যানের নব শোভায় চিত্ত বিনোদন করুন ।

হুয় । মাধব্য, শকুন্তলার তুলা স্নেহমল লতা কি উদ্যানে আছে ? যদি থাকে আমাকে তার কাছে নিয়ে যাও ।

মাধ । ঐ মাধবী-লতা-কুঞ্জে চিত্রকর শকুন্তলার ছবি নিয়ে আসছে, ঐখানে চলুন ।

হুয় । চল । আ ! মাধবী লতা কথাটী শুনে গত সুখ হতে কত অভিনব শোক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ।

[ উভয়ের অগ্রসর হওন ।



মাধ । মহারাজ, বহুদূর ।

দ্বয় । মাধবা, তাপসকুমারের সঙ্গে যেতে উদ্যত হলেন, তাপসকুমার বললেন “ঐখানে থাক” । তখন শকুন্তলা একবার এই নিষ্ঠুর প্রতারকের প্রতি দৃষ্টি করলেন, সজল নয়নে অনাখিনীর ন্যায়—ওহ, শাস্তিদায়িনীকে অভাগিনী করলেম ! [ অশ্রুপাত । ]

মিশ্র । (স্বগত) মহারাজের দুঃখে হৃদয় বিগলিত হল ।

মাধ । নিশ্চয় কোন দেবতা শকুন্তলাকে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে রেখেছেন ।

দ্বয় । শকুন্তলা যেনকার কন্যা । মেনকাই আপন কন্যাকে নিয়ে গিয়েছেন, বোধ হয় ।

মাধ । মায়ের ইচ্ছা সন্তানকে সুখী করা । তাহাতে বোধ হচ্ছে শকুন্তলার সঙ্গে আপনকার পুনর্মিলন হবে ।

দ্বয় । হবে কি ? আশা হয় না । স্বর্গ হাতে পেয়ে তাতে পদাঘাত করলেম । কি ভয়ানক বিস্মৃতি হয়েছিল । এ কি পূর্জ্ঞ জন্মের পাপের ফল ? যদি আমারই দুষ্কৃতির ফল হয়, নির্মলা শকুন্তলার পুণ্যে কেন সে পাপ থাওন হল না ?

মাধ । নিরাশ হবেন না । পুনর্মিলন হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব ।

দ্বয় । তা কি হবে ? মৃত মানুষ কি পুনর্জীবিত হয় ? পাপাধ কি ফল ফুলে স্নেহোদ্ভিত হয় ?

মাধ । হারান ধন পাওয়া যেতে পারে, তার দৃষ্টান্ত এই আংটাটী ।

হুম্ম । (অঙ্গুরীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া) অঙ্গুরীয়, তুমিও আমার তুল্য হতভাগা, তুমিও শকুন্তলাকে হারিয়েছ ।

মিশ্র । মেনকা, এ কথা শুনে তুমি কতই উল্লাসিত হতে !

হুম্ম । যখন অঙ্গুরীয় সেই চম্পক-কলিকা-অঙ্গুলীতে পরিণে দিলেম, শকুন্তলা বললেন আমাকে তো ভুলবেন না ? আমি বললেম পূর্ব দিকের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হবে তবুও আমি তোমায় ভুলব না । আমি ভাল প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেম ! তোমাকে অপমান করলেম, গালি দিলেম, পরিত্যাগ করলেম, বিবাক্ত শূলে তোমার হৃদয় বিদ্ধ করলেম । এই অঙ্গুরীয় শতীতীর্থে পড়ে গিয়েই এত অনর্থ হল । ছরাচার অঙ্গুরীয়, তুইই এত সর্ব্বনাশ ঘটালি ।

মাধ । ছরাচার যষ্টি, (হস্তস্থিত যষ্টিকে সন্মোদন করিয়া) আমি নিজে বেঁকা তুই কেন সিধে হলি ? (হুম্মস্তকে অন্যান্যমনস্ক দেখিয়া) কেবা শোনে ?

হুম্ম । অঙ্গুরীয় জড় পদার্থ, ওর দোষ কি ? আমি জ্ঞান সত্ত্বেও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করেছি ।

মিশ্র । (স্বগত) আমিও ঐ কথা বলতে বাচ্ছিলেম ।

মাধ । মহারাজের আহার নাই, কারণ তাঁর আহারের ইচ্ছা নাই । আমার ইচ্ছা আছে অথচ অনাহারী । কিন্তু অনাহারী থাকলে যদি মহারাজের মনে সাস্থ্য দিতে পারতেন, তা হলে না হয় আমি অনাহারেই প্রাণত্যাগ করতাম । হা,

যদি কোন দেবদেবী এখানে উপস্থিত থাকেন তাঁর নিকট আমার এই প্রার্থনা যে তিনি মহারাজের সঙ্গে শকুন্তলার মিলন করিয়ে দেন ।

মিশ্র । (স্বগত) তোমার সাধু ইচ্ছা শীঘ্র পূর্ণ হোক ।

মাধ । ঐ চিত্রকর শকুন্তলার চিত্রপট নিয়ে আসছে ।

হুম্র । শকুন্তলার কি ?

মাধ । চিত্র পট ।

হুম্র । কৈ ? কৈ ? কৈ চিত্রপট কৈ ?

[ চিত্রকরের প্রবেশ । ]

চিত্র । মহারাজ, চিত্রপট সম্পূর্ণ হয়েছে ।

হুম্র । দে—খি । (সজল নয়নে চিত্রপট গ্রহণ) চিত্র-পট—হা শকুন্তলা কোথায় ? (চিত্রপটের প্রতি নিরীক্ষণ) প্রিয় হরিণশিশুর চক্ষু হুটী, তোমারও চক্ষু হুটী আনন্দে খেলা করেছে—তোমার এই সুখ আমি নষ্ট করেছি । হা, কেন এ নরাদম তপোবনে তোমাকে গোপনে বিবাহ করেছিল ?—তা না হলে তুমি তপোবনতোষিণী হয়ে সুখে থাকতে । মুখে ঈষৎ হাসি, এ হাসি এই নৃশংসাদম এককালীন নষ্ট করেছে । চিত্রিত শকুন্তলা, তুমি কথা কহিতে পার না ? যদি পার এই প্রত্যারককে মনের সাধে তিরস্কার কর । তুমি রাগ করতে জান না-? ঘৃণা করতে জান না ? যদি জান এই ছুরাঙ্গাকে ক্রোধে ভস্মীভূত কর—ঘৃণা দ্বারা তার গর্ভ চূর্ণ কর । কথা কহিতে পার না, রাগ করতে পার না, ঘৃণা

করতে পার না। চিত্রকর, তোমার চিত্র জীবিতের ন্যায় বোধ হয়,—তুমি জীবন সঞ্চার করতে পার না ? যদি পার, তোমাকে এই পৃথিবীর সাম্রাজ্য দেব । ( পুনর্বার অনিমেষ নয়নে চিত্রের প্রতি দৃষ্টি ) এ চিত্র কোথায় রাখব ? হৃদয়ে রাখি—হৃদয় ভেদ করে তার মধ্যে রাখা যায় না ? ( হৃদয়ে ধারণ ) মাধব্য পটে কি দেখছ ? চক্ষু, কর্ণ, নাশা ?

মাধ । আর অন্যান্য অঙ্গ ।

হুম । মন দ্বারা দেখ, আরও কিছু দেখতে পাবে । কি পবিত্র ভাব, কি সরলতা, কি অপার স্নেহ ! আমি এ সব ভুলে গিয়েছিলেম । আমি অন্ধ হয়েছিলেম, অন্ধে সূর্য্যের আলো দেখতে পার না, আমি সতীত্ব সূর্য্যের আলো দেখতে পাই নাই । ( নীরব হইয়া রোদন ও চিত্রপটে অশ্রুপাত )

মিশ্র । ( স্বগত ) মহারাজের অকৃত্রিম অনুরাগ, চাপা পড়ে ছিল, বিলুপ্ত হয় নাই ।

হুম । শকুন্তলা, শকুন্তলা——শকুন্তলা, শকুন্তলা——

মিশ্র । ( স্বগত ) মহারাজের ক্রমে ভ্রম জন্মাচ্ছে ।

হুম । শকুন্তলা, একবার স্নেহমাখা বাক্যে বল “আর্য্যপুত্র তোমাকে মার্জ্জনা করলেন” । মার্জ্জনা করতে পার না ? তবে ক্রোধভরে বল “নিষ্ঠুর, আমি তোমাকে মার্জ্জনা করব না” । কথা কইলে না ? রোদন করছ ? ( ব্যস্ততার সহিত ) তোমার মনে মর্মান্তিক ব্যথা দিয়েছি, কেঁদ না, তোমার রোদন

দেখতে পারি নে—কেঁদ না, কেঁদ না, কেঁদ না । ( অশ্রু মোচন করিতে চেষ্টা ও চিত্রপটের কিয়দংশ মুছিয়া ফেলা )

মাধ । মহারাজ, মহারাজ ?

হুয় । (সচকিতে) মাধব্য, কি বলছ ?

মাধ । ভ্রমবশতঃ আপনি চিত্রপট নষ্ট করে ফেললেন যে ।

হুয় । ( দণ্ডায়মান হইয়া ) শকুন্তলা, শকুন্তলা, শকুন্তলা, কোথায় আমার হৃদয়ের শকুন্তলা কোথায় ?

মাধ । আপনকার ভ্রম হয়েছে ।

হুয় । শকুন্তলা এখানে নাই—সংসার অরণ্য । (মূচ্ছা)

মাধ । চিত্রকর, পট নিয়ে বাও । পটই মূচ্ছার কারণ ।  
কি বিপদ হল ! মহারাজ, মহারাজ, মহারাজ, উঠুন ।

মিশ্র । আর দেখা যায় না—আমি কি প্রকাশ হয়ে  
হৃদয়কে জাগাব ? না । শীঘ্রই চৈতন্য হবে ।

মাধ । কঙ্কুকি, কঙ্কুকি !

[ কঙ্কুকীর প্রবেশ । ]

( অন্তরীক্ষে কোমল বাদ্য )

মাধ । মহারাজকে এ স্থান হতে নিয়ে চল ।

[ হৃদয়ের চৈতন্য প্রাপ্তি ও বাদ্য নিস্তব্ধ হওয়া । ]

হুয় । কে এ মধুর বাদ্য করলে ?—আর একবার, আর  
হুবার এ বাদ্য শুনেছি । কে বাজালে ? কোথায় বাজালে ?

[ নেপথ্যের দিকে বেগে গমন ও নিঃস্বপন ।

[ পশ্চাৎ মাধব্য ও কঙ্কুকীর প্রস্থান ।

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

রাজ-প্রাসাদ ।

মাধবোর প্রবেশ ।

মাধ । হাস্য পরিহাস হৃদয় স্পর্শও করতে পারলে না, সাস্বনা কেবল জলন্ত ঘৃতে জল দেওয়া । উদ্যানের শোভা, বসন্তের চিত্তহারিণী শাস্তি পরাস্ত হল । শকুন্তলার চিত্রপট দেখান না উন্মাদের ধূতুরা সেবন । অলৌকিক কোমল বাদ্যে টেতন্য হল কিন্তু যে টুকু জ্ঞান অবশিষ্ট ছিল তা হরণ করলে—কি করি ? মহারাজের চিন্তার গতি না ফিরাতে পারলে হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাধব্যও জ্ঞানহারা হবে ।

[ নেপথ্যে ভেরীনিবাদ ] কে এল ? রণ-ভেরী । রাজ-ভবন কেঁপে উঠল । নূতন বিপদ উপস্থিত হল না কি ? সংবাদ নি ।

[ প্রস্থান ।

( কঙ্কুরীর সঙ্গে হৃদয়ের প্রবেশ । )

কঙ্ক । মহারাজ, রাণী হংসমতী ও চন্দ্রাবলী নাট্যশালায় আপনকার জন্য অপেক্ষা করছেন——

হৃদ । বলগে আমি যাব না, তুমি যাও ।

[ কঙ্কুরীর প্রস্থান ।

হৃদ । যদি শকুন্তলা তপোবনে থাকতেন, আমি সেখানে

বায়ুগতিতে যেতেম । যদি শকুন্তলা পৃথিবীতে থাকতেন আমি নিবিড় কানন, হস্তর মরুদেশ, হ্রগম পর্বতগুহা, সমুদ্র-তীর, দ্বীপ, উপদ্বীপ সমুদয় তন্ন তন্ন করে দেখতেম । তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছে——হে স্বর্গস্থ দেবগণ, একবার দীন হীনের প্রতি দয়া কর—মানবের হুঃখে তোমরা হুঃখী হয়ে থাক ; আমার কাতর প্রার্থনা শুন—আমার জীবন শকু-স্তলাকে এনে দাও——না দেও দেখাও—একবার এক মুহূ-র্তের নিমিত্ত, তা হলে তাঁর নিকট আমি মার্জনা প্রার্থনা করি । দেখাও, দেবগণ, আমি স্বর্গের দিকে চেয়ে রইলাম ।

[ উর্ধ্বে দৃষ্টি ।

[ কঞ্চুকীর পুনঃপ্রবেশ । ]

কঞ্চু । মহারাজ, মহারাজ !

হুম । কে ?

কঞ্চু । আমি কঞ্চুকী ।

হুম । তোমরা কি আমাকে একাকী থাকতে দেবে না ?

কঞ্চু । মহারাজ, একবার রাজসভায় যেতে আজ্ঞা হোক ।

কর্ণেকটী গুরুতর বিষয় মীমাংসা করা আবশ্যক হয়েছে—মন্ত্রী মহাশয় মীমাংসা করতে সাহসী হচ্ছেন না ।

হুম । (উদাসীন ভাবে) তুমি যাও সিংহাসনে বসে বিচার কর গিয়ে ।

কঞ্চু । আমি হীনবুদ্ধি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমাকে এ আজ্ঞা করছেন কেন ?

হুয়া । যাও, মন্ত্রীকে বিচার করতে বল গিয়ে ।

কঙ্কু । যদি একান্তই না যেতে পারেন, তবে এই একটা বিষয় মীমাংসা করে দিন ।

হুয়া । আমি যখন নিষ্কলঙ্ক শকুন্তলার প্রতি অতি ভয়ঙ্কর অবিচার করেছি, তখন আর আমার বিচার করবার অধিকার নাই, আমি আর রাজা নই । আমি অতি মুর্থ, অজ্ঞান দীন হীন মানব ।

কঙ্কু । অমন বাক্য মুখে আনবেন না । মহারাজ, ধন-পতি নামে বণিক বাণিজ্য করতে গিয়ে সমুদ্রে প্রাণত্যাগ করেছে । তাহার সন্তানাদি কেহ নাই, তাহার অর্থ সম্পত্তি সমুদায় আপনারই প্রাপ্য । তবে কি, তার স্ত্রী গর্তুবতী আছে—

হুয়া । ওহ ! আমি গর্তুবতী স্ত্রীকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করলেম । দেবগণ, তোমরা সেই নির্মিত্ত আমার প্রতি বাম হয়েছে—ওহ !

[ নেপথ্যে ] মহারাজ, রক্ষা করুন । মহারাজ, মহারাজ, রক্ষা করুন ।

হুয়া । কে আর্তনাদ করছে ? [ নেপথ্যে ] মহারাজ, ব্রাহ্মণসন্তানকে রক্ষা করুন, ব্রাহ্মণসন্তানকে রক্ষা করুন ।

হুয়া । কঙ্কুকি, যাও । কে বিপদে পড়েছে, আমার লোকদিগকে রক্ষা করতে বল গে । [ নেপথ্যে ] মহারাজ,



অপনকার মাধব্য দৈত্য হস্তে প্রাণে মারা যায় । মলুম, মলুম,  
আসুন, আসুন, শীঘ্র এসে আমাকে বাঁচান ।

দ্ব্য । (উচ্চৈঃস্বরে) কধুকি, শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও ।

[নেপথ্যে] আপনি ব্যতীত কারও সাধ্য নাই আমাকে  
রক্ষা করে । মহারাজ, মলুম, মলুম, মলুম ।

দ্ব্য । বয়স্য ভয় নাই, ভয় নাই, আমি স্বয়ংই তোমাকে  
রক্ষা করতে যাচ্ছি ।

[নেপথ্যে] আমি মরে গেলে এসে কি করবেন ?  
আসুন, আসুন, আসুন ।

দ্ব্য । ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই ।

[বেগে নিকট মণ]

## পঞ্চম গর্তাঙ্ক ।

প্রাসাদ সম্মুখে প্রাপ্তন ।

মাধব্যকে আকর্ষণ করিতে করিতে মাতনির প্রবেশ ।

মাধ । মহারাজ উত্তেজিত হয়েছেন, কৌশল সফল  
হয়েছে । হেঁ ছড়ে নিয়ে যান । হয়েছে । আমি চিৎ  
হয়ে পড়ি, আপনি আমার বৃকে হাঁটু দিয়ে বহুন । তরবার  
উচুন—হয়েছে । মহারাজ, আসুন, আসুন । কোথায়  
আপনি ? দৈত্যহস্তে আমার প্রাণ গেল ।

[ নিকোব তরবারি হস্তে দুয়ন্তের প্রবেশ । ]

দুয় । বয়স্য, তবু নাই, আমি এসেছি। কোন্ দুরাশ্রা দুয়ন্তের বয়স্য মাধব্যের শরীর স্পর্শ করেছে ?

মাত । (মাধব্যকে পরিত্যাগ করিয়া) মহারাজের জয় হোক ।

মাধ । (গাত্ৰোত্থান করিয়া) মহারাজের বয়স্যকে মেরে এখন “মহারাজের জয় হোক”? মহারাজ, দুরাশ্রা আমার তিন ভাগ মেরে ফেলেছে। দুরাশ্রাকে তিন বার প্রাণে মারুন।

দুয় । (চমকিত হইয়া) কে মাতলি, দেবরাজের সারথি? আসুন।

মাধ । এ মন্দ নয়, মহারাজ এঁকে অভ্যর্থনা করছেন। দুজনে বেশ সৌহার্দ দেখছি, মাঝে হতে মারা গেল বেচারী ব্রাহ্মণ।

মাত । মহারাজ, দেবরাজ আমাকে আপনকার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। কারণ এই, দৈত্যগণ প্রবল হয়ে দেবতা-দিগের উপর পুনর্ব্বার দৌরাশ্রা আরম্ভ করেছে। দেবতার। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আপনি এই রথে চলুন, দেবতাদিগের সহায়তা করুন গিয়ে।

দুয় । আমি একগুই যাচ্ছি। মাধব্য, মন্ত্রীবরকে

সাবধানে রাজকাৰ্য্য নিৰ্বাহ করতে বল গিয়ে । আমি আর  
বিলম্ব করতে পারি নে ।

মাধ । দৈত্যারণে জয়ী হন গিয়ে—তবে কি অকাৰণে  
ব্রাহ্মণের অস্থিগুলি চূর্ণ হল ।

দুয় । প্রতীহারীকে আমার অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আসতে বল  
গিয়ে । শীঘ্র যাও ।

মাধ । যে আজ্ঞা । মেরে আমাকে একেবারে অষ্টাবক্র  
করে ফেলেছে । ঘাই—উ—হ ! ( নিঃস্বর্ণ )

দুয় । মাতলি, আপনি আমার বয়স্য ব্রাহ্মণসন্তানকে  
এমন করে মারলেন কেন ?

মাত । পরে জানতে পারবেন । এখন রথে আরোহণ  
করুন ।

দুয় । চলুন । শীঘ্র অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আসতে বল ।

[নেপথ্যে ভেরী-নির্নাদ । উভয়ে নিঃস্বস্ত ]

---

# ষষ্ঠ অঙ্ক।

—০০০—

## প্রথম গভাঁক।

রথে মাতলির সঙ্গে দুঃস্বপ্নের অবতরণ।

দুঃস্বপ্ন। মাতলি, আমি দেবরাজের সামান্য উপকার করেছি—

মাত। আপনারা দুঃস্বপ্নের কেহই সন্তুষ্ট হন নাই দেখছি। আপনি বলছেন “দেবরাজের অত্যন্ত সামান্য উপকার করেছি” তিনি বলছেন “পৃথিবীরাজের যথোচিত সম্মান করতে পারলেম না”।

দুঃস্বপ্ন। পুরস্কারের সঙ্গে উপকারের তুলনাই হয় না। তিনি আমাকে দেবগণসমক্ষে নিজ সিংহাসনে বসালেন, আপন গলদেশ হতে পারিজাতমালা আমার গলে প্রদান করলেন। কোন কালে কোন মানব এরূপ সম্মান পায় নাই।

মাত। আপনি দেবরাজের মহত্বপূর্ণ উপকার করেছেন, পাঁচ হাজার কাল যুদ্ধ করে আপনি দানবদিগকে পরাস্ত করেছেন, এখন ইন্দ্রদেব নিকৃষ্ট হইলেন। স্বয়ং নারায়ণ নৃসিংহ রূপ ধারণ করে যা করেছিলেন আপনি বাহুবলে তাই সম্পন্ন করলেন।

হুম। দেবশীর্ষাদেউ আমার জয় লাভ হয়েছে । সূর্য্য  
রথে না থাকলে কি অরুণ অঙ্ককার নষ্ট করতে পারেন ?

মাত । সে যথার্থ কথা । যা হক আপনার প্রতাপে  
দেবগণ স্থস্থির হলেন । এখন তাঁরা আনন্দে আপনার যশো-  
কীর্তন করছেন । ওই দেখুন নন্দন কাননে অঙ্গুরীরা পুষ্প চয়ন  
করছেন ।

হুম। ( নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া স্বগত ) সুখধাম  
হতে শকুন্তলাশূন্য ছুঃখময় পৃথিবীতে চললেম ।

মাত । দেখুন কয়েকটা দেবতা বায়ুতরে ত্রিদিবাভিমুখে  
গমন করছেন । মহারাজ, রথের নীচে মেঘের খেলা দেখুন ।

হুম। ( নীচের দিকে দেখিয়া ) রথের নীচে প্রগাঢ় অঙ্ক-  
কার ।

মাত । দেখুন রথচক্রের চারিদিকে বিহ্যৎ কি রূপ  
খেলা করছে । ঐ শুধুন চাতক কাতর স্বরে মেঘের নিকট  
জল প্রার্থনা করছে ।

হুম। ( স্বগত ) পিপাসায় আমার বুক ফেটে গেল, কে  
বারি দান করবে ? শকুন্তলা, জগৎ শূন্য করে কোথায়  
গেলে ?

মাত । মহারাজ, আমরা পৃথিবীর নিকট এসেছি । ঐ  
দেখুন পর্ব্বত দেখা যাচ্ছে, কিন্তু নিম্ন প্রদেশ অপেক্ষা অধিক  
উন্নত বোধ হচ্ছে না । বনস্থ বৃক্ষসমূহ অতি ক্ষুদ্র তৃণের  
ন্যায় বোধ হচ্ছে । নদ নদী সকল যেন কয়েকটা উজ্জল রেখা

মাত্ৰ । দেখুন ঘূৰ্ণমান পৃথিবী কি অদ্ভুত শক্তিপ্রভাবে  
শূন্যভাৱে অগ্ৰসৰ হৈছে ।

হুম্ম । মাতলি, এই যে পৰ্ব্বতশ্ৰেণী পূৰ্ব সাগৰ হতে  
পশ্চিম সাগৰ পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত হৈয়ে রয়েছে, এৰ নাম কি ?

মাত । এ গৰুৰ্দ্ধদিগেৰ বাসস্থান হেমকূট পৰ্ব্বত । এই  
পৰ্ব্বতেই দেৱাৰাধ্য মহৰ্ষি কশ্যপেৰ তপোবন ।

হুম্ম । (স্বগত) তপোবন—শব্দটো কি এখানে আছেন ?  
তা নহিলে তপোবনও অশাস্তিময় ।

মাত । মহৰ্ষি কশ্যপকে একবাৰ দৰ্শন কৰবেন ?

হুম্ম । আচ্ছা । (স্বগত) পুনৰ্দ্ধাৰ তপোবনে প্ৰবেশ  
কৰি, এবাৰ চক্ষুৰ জলৈৰ সহিত প্ৰবেশ কৰতে হবে ।

[ রথাবতরণ ও উভয়ের নিষ্ক্ৰমণ ।

—ooo—

## দ্বিতীয় গভাঙ্ক ।

তপোবন ।

হুম্মন্তও মাতলিৰ প্ৰবেশ ।

মাত । মহাৰাজ, আপনি এই অশোক তৰুমূলে বিশ্রাম  
কৰুন । আমি মহৰ্ষিকে আপনাৰ আগমনবাৰ্তা দিহে  
আসি ।

হুম্ম । যা ভাল বিবেচনা হয় কৰুন ।

[ মাতলিৰ প্ৰস্থান ।

দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হল। বৃথা এ সুলক্ষণ। আমার সুখ চিরকালের নিমিত্ত চলে গিয়েছে, আর ফিরে আসবে না।

[ নেপথ্যে ] তুমি স্থির হতে জান না, সকল স্থানেই সমান অস্থির।

দুয়। (স্বগত) কে কাকে ভৎসনা করছে। (সচকিতে দৃষ্টি করিয়া) একটা শিশু, শিশু অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী ও বলবান দুই জন তপস্বিনী তাকে ধরে রাখতে পারছেন না।

[সিংহশাবকের গ্রীবা আকর্ষণ করিতে করিতে এক শিশুর প্রবেশ, পশ্চাতে দুই জন তপস্বিনী।]

শিশু। (সিংহশাবকের মুখে চপেটাঘাত করিয়া) মুখ খোল, তোর দাঁত গণব।

প্রত। ছরস্ত বালক, এই জন্তুদের আমরা যত্ন করে পুষেছি, তুমি অকারণে কষ্ট দিচ্ছ কেন? একি তোমার খেলা? সিংহশাবকটি যে মারা গেল। তপস্বীরা তোমাকে সর্বদমন নাম দিয়েছেন, তুমি সর্বদমনই বটে।

দুয়। (স্বগত) বালকটিকে দেখে আমার মনে বাৎসল্য ভাবের উদয় হয় কেন? আমি তো নিঃসন্তান—হৃদয় আরও বিগলিত হল।

হিত। সিংহশাবককে ছেড়ে দেও, নইলে সিংহী তোমাকে ছিঁড়ে টুকর টুকর করবে এখন।

শিশু। করুক না দেখি। তাকে আমার বড় ভয়!

দুয় । (চমৎকৃত হইয়া) ভাবি বীরত্বের আশ্চর্য্য পরিচয়,  
বালকটী যেন একটী অনলশিখা ।

প্র,ত । বাবা, ছেড়ে দেও । তোমাকে একটী ভাল খে-  
লানা দিচ্ছি ।

শিশু । (হস্ত বিস্তার করিয়া) আগে দাও ।

দুয় । (বালকের হস্ত দেখিয়া স্বগত) রাজচক্রবর্তীচিহ্নযুক্ত !

দ্বি,ত । শুদ্ধ কথায় ভুলবার ছেলে নয় । মাটির ময়ূরটী  
এনে দেও ।

প্র,ত । আনছি । [ প্রস্থান ।

শিশু । আমি এর সঙ্গে ততক্ষণ খেলা করি ।

দ্বি,ত । ছেড়ে দেও, বাবা, ছেড়ে দেও, তুমি লক্ষ্মীটী ।

দুয় । (স্বগত) বালকটীকে দেখে আমার স্নেহ উচ্ছ্বসিত  
হয়ে পড়ছে । যার সম্ভান আছে সে কি সুখী ! ধূলা ধূষরিত  
সম্ভানকে কোলে নিয়ে বস্ত্র মলিন করায় কি আনন্দ !

দ্বি,ত । তপস্বীরা কেউ কি নিকটে নাই ? (দুয়ন্তকে  
দেখিয়া) আপনি যদি এই দুঃস্থ বালকের হাত হতে সিংহ-  
শাবকটীকে ছাড়িয়ে দেন ।

দুয় । চেষ্টা দেখছি । (অগ্রসর হইয়া) তাপসকুমার,  
এ কি ? ছি, নির্দোষীকে কষ্ট দিতে নাই, ছেড়ে দাও ।  
( বালকের সিংহকে ছাড়িয়া দেওয়া )

দ্বি,ত । বড় উপকার করলেন । আপনি বালকটীকে  
তপস্বীসম্ভান মনে করেছেন, তা নয় ।



হুয়। ইহার তেজস্বীতা দেখলে সেরূপ মনে হয় না বটে।  
এ দিকে এস। (বালকের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ স্বগত) বালকের  
সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই, তবুও এর গাত্র স্পর্শ করে  
আমার অপূর্ব সুখানুভব হল। যীর সন্তান, তাঁর না জানি  
একে কোলে করে কতই আনন্দ হয়!

দ্বি,ত। (উভয়ের মুখাবলোকন করিয়া) আশ্চর্য্য!

হুয়। আপনি কি দেখে চমৎকৃত হলেন?

দ্বি,ত। আপনার ও বালকটির আকৃতির সৌশাদৃশ্য  
দেখে। আপনকার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই, অথচ  
আপনি বললেন “সিংহশিশুকে ছেড়ে দেও” আর অমনি  
শান্ত হয়ে ছেড়ে দিলে। এও বড় আশ্চর্য্য।

হুয়। (বালককে ক্রোড়ে লইয়া) বালকটি কোন্  
বংশোদ্ভূত?

দ্বি,ত। পুরুবংশে ইহার জন্ম।

হুয়। (স্বগত) এই জনাই বালকটাকে দেখে এত ভাল  
বাসতে ইচ্ছা হচ্ছে। (প্রকাশে) শিশুটির দেবতুল্য প্রভাব  
—এর কি মানুষীর গর্ভে জন্ম হয়েছে?

দ্বি,ত। ইহার মাতা অঙ্গরী-কন্যা।

হুয়। (স্বগত) পুনর্বার হৃদয়ে আশা সঞ্চারিত হল।  
(প্রকাশে) ইহার জননী কোন্ মহাভাগের সহধর্ম্মিনী?

দ্বি,ত। তিনি নরশ্রেষ্ঠ হয়েও ভার্য্যাকে পরিত্যাগ  
করেছেন, তাঁর নাম উচ্চারণ করা অমুচিত।

হুয়। (স্বগত) আমিই কি সেই ভাগ্যবান অভাগা ? শিশুর জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি। (চিন্তা করিয়া) কিন্তু কাহারও স্ত্রীর নাম জিজ্ঞাসা করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

[পুতুলিকা হস্তে প্রথম তপস্বিনীর প্রবেশ।]

প্র,ত। বাবা সর্বদমন, একবার শকুন্তলাবণ্য দেখ।

শিশু। কৈ মা কোথায় ?

হুয়। (স্বগত) শকুন্তলা ? (স্থির ভাবে দণ্ডায়মান)

প্র,ত। শকুন্তলার কথা বলছি নে। দেখ ময়ূরটী কেমন সুন্দর।

হুয়। (স্বগত) শকুন্তলা—ওহ, একেবারে শোক-পারাবার উথলে উঠল। ‘শকুন্তলা’ অপর স্ত্রীলোকের নাম হলেও পারে। আমি কি মৃগতৃষ্ণিকার পড়লেম ?

শিশু। ময়ূর যদি উড়তে পারে তবে নেব, নইলে দূর করে ফেলে দেব। [পুতুলিকা গ্রহণ ও ক্রোধে ভূতলে ক্ষেপণ]

প্র,ত। সর্বদমনের হাতের কবজ কোথায় গেল ?

হুয়। এই যে, সিংহের সঙ্গে খেলা করবার সময় পড়ে গিয়েছিল। আমি পরিয়ে দিচ্ছি। [গ্রহণোদ্যত]

উভ, তপ। কবজ স্পর্শ করবেন না, স্পর্শ করবেন না।

[হুয়স্কের কবজ তুলিয়া লওয়া।]

প্র,ত। ইনি তুলে নিয়েছেন !

[চমৎকৃত হইয়া তপস্বিনীদিগের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি।]

হুম। (কবজ পরাইয়া দিয়া) আমাকে গ্রহণ করতে নিষেধ করলেন কেন ?

দ্বি, ত। মহারাজ, এই দৈব কবজ মহর্ষি কশাপ সর্বদমনকে দিয়েছেন। কবজখানী মাটীতে পড়ে গেলে পিতা মাতা ভিন্ন কেহ তা স্পর্শ করলে তৎক্ষণাৎ সর্প হয়ে তাকে দংশন করবে—দংশন করতেও দেখেছি।

ত, দ্বয়। চল, শকুন্তলাকে শুভ সংবাদ দিই গে।

[প্রস্থান।]

হুম। (বালককে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া) তুমি অভাগিনী শকুন্তলার সন্তান, এই নরাধমের সন্তান ?

[বালকের মুখচুষন।]

শিশু। আমি নরাধমের সন্তান নই, আমার বাবা হুমন্ত।

হুম। কি স্মৃতি তিরস্কার। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) আহা ! এই সেই শকুন্তলা ! হৃৎসাগর হতে উঠে আসছেন। (হুমন্তের ক্রোড় হইতে বালকের অবতরণ) শুভ কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে, তপস্বিনীর স্বন্ধে হস্ত দিয়ে চলে আসছেন—যা ভেবেছিলেম তার শত গুণ অধিক দুর্দশা হয়েছে। রে পাপ হুমন্ত, দেখ, তুই কি করেছিস ? এ দেখে তোর চক্ষু দধি হল না—আ—হা ! (অধোবদন হওন।)

[শকুন্তলা ও তপস্বিনীদ্বয়ের পুনঃপ্রবেশ।]

শকু। (আঁধে আঁধে অগ্রসর হইয়া) দেবী যিশ্রকেশীর কথা কি খাটল—না পুনর্বার আৰ্য্যপুত্রের কটুক্তি শুনতে

হবে?—আ! আৰ্য্যপুত্র কি মলিন, কি শীর্ণ, কি কাতর!  
[দণ্ডায়মান হইয়া অবনত মস্তকে রোদন।]

[নীরব হইয়া শকুন্তলার প্রতি হৃৎস্তের অনিমেঘ দৃষ্টি।]  
শিশু। (শকুন্তলার নিকট গিয়া) মা, মা, মা! উত্তর  
দেও না কেন?

শকু। বাবা, কি বল?

শিশু। মা, ইনি বলছেন, ইনি আমার বাবা।

শকু। (সরোদনে) উনি অল্পগ্রহ করে বললে বলতে  
পারেন। তুমি দীন ছুঃখিনীর সন্তান, তুমি বলতে পার না।

হুম। শকুন্তলা, শকুন্তলা— (ফুটিয়া ক্রন্দন)

শকু। আৰ্য্যপুত্র—(রোদন) হতভাগিনী দাসীকে কি  
মনে পড়েছে?

হুম। শাস্তিদায়িনী, শাস্তিস্বরূপিনী সতীকে দণ্ড করে  
আমার কাল ভ্রম দূর হয়েছে।

শকু। আৰ্য্যপুত্র, দাসী কুলটা এখনও কি এ বিশ্বাস  
আছে? (রোদন)

হুম। (জাহ্নু পাতিয়া উপবেশন) শকুন্তলা, আমার  
অমার্জনীয় দোষ মার্জনা কর। আমি পতিব্রতাস্বরূপিনীকে  
স্বেচ্ছাচারিনী বলেছিলাম। আমার জিহ্বা দণ্ড হোক। হা.  
অদৃষ্ট! (শিরে করঘাত)

শকু। আৰ্য্যপুত্র, উঠুন, উঠুন।

হুম। শকুন্তলা, আমি জানি আমার অপরাধ যতই হোক

না কেন, তদপেক্ষা তোমার ক্ষমাগুণ অধিক । একবার বল আমায় মার্জনা করলে, নচেৎ এ হৃদয় বে শ্মশান সেই শ্মশানই থাকবে ।

শকু । উঠুন, উঠুন । আপনাকে কাতর দেখলে বুক ফেটে যায়, উঠুন । দাসী কখনও আপনকার দোষ গ্রহণ করে নাই । আপনি আমাকে ত্যাগ করেছিলেন, হুঃখে ডুবেছিলাম কিন্তু কখনও আপনকার দোষ গ্রহণ করি নাই । আপনি আমাকে কুলটা বলেছিলেন, এটা ভুলতে পারি নাই কিন্তু আপনি চির পুঙ্জনীয়, নিজ্জনে বসে চক্ষের জলের সহিত আপনকার চরণ ধ্যান করেছি । উঠুন, উঠুন ।

দ্বয় । ( দণ্ডায়মান হইয়া ) তুমি স্নেহময়ী, অমৃতময়ী—  
( রোদন )

প্র, ত । মহারাজ, আপনকার কোন দোষ নাই, সবই ললাটের লিখন ।

শিশু । মা, ইনি কি আমার বাবা ?

শকু । হাঁ, সর্বদমন । ( ক্রোড়ে লইয়া ) আৰ্য্যপুত্র, আমার হুঃখের সাস্থনা, আপনকার অমূল্য নিধি গ্রহণ করুন ।

[ শিশুকে দ্বয়স্বের ক্রোড়ে অর্পণ । ]

শিশু । বাবা, তুমি পৃথিবীর রাজা, তুমি আমার হুঃখিনী মাকে একটুও জায়গা দিতে পার নি ?

দ্বয় । বাবা, উত্তর দিতে পারলেম না । ( রোদন ও বালকের মুখচুষন ) বাবা, একবার তোমার মায়ের কোল

শোভা কর। (শকুন্তলাকে পুত্র অর্পণ) একবার তোমার জননীকে ডাক।

শিশু। মা।

শকু। বাবা, তুমি ত্রিভুবনবিজয়ী হও। (রোদন)

শিশু। (শকুন্তলার ক্রোড় হইতে অবতরণ করিয়া)  
মা, কাঁদছ কেন? কেঁদ না। (অশ্রু মোচন করিতে চেষ্টা)

শকু। আর কাঁদব না। (অশ্রু মোচন)

দুহ্য। [শিশুর প্রতি] যে রোদন আমার দুর্ভাগ্যে আরম্ভ  
হয়েছিল তা তোমার মধুর বাক্যে শেষ হল।

[এক দিক দিয়া কশ্যপ ও মাতলি এবং অপর দিক  
দিয়া অননুয়া ও প্রিয়দর্শার প্রবেশ।]

কশ্য। বৎস শকুন্তলে, দেবপ্রসাদে তোমাদের পুন-  
র্শ্লিলন হল। আজ আমার আত্মাদের সীমা নাই। দুহ্যন্ত,  
তোমার কোন দোষ নাই, দুর্ভাগ্যের শাপে তোমার বিস্মৃতি  
ও শকুন্তলার দুর্দশা হয়েছিল। তুমি অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়  
প্রাপ্ত হলে শাপ খণ্ডন হয়েছে।

দুহ্য। এতক্ষণে আমার হৃদয়ের ভার মোচন হল।

কশ্য। তুমি শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করলে অঙ্গুরী মিশ্রকেশা  
তাকে এখানে রেখে যান। এখন পুনর্শ্লিলন হল। অত্থে  
সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ কর গিয়ে। কই সর্বদমন কই?

শিশু। এই যে।

কশ্য। কোলে এস। দুহ্যন্ত, এই তোমার হৃদয়মণি। সর্ব-  
দমন, তুমি সর্বদমন হও, তোমার যশে ত্রিভুবন পরিপূর্ণ হোক।

শকু। আৰ্য্যপুত্র, এই সখী প্রিয়দ্বন্দা, এই অনন্থয়া।  
ই হাদের অতি সুপাত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে। আমি এই আশ্রমে  
আছি, ইহা স্বপ্নে দেখে উভয়ে আমাকে দেখতে এসেছেন।

প্রিয়। মহারাজ, সেই তমাল তরুতলে আপনাকে ও  
সখীকে একত্র দেখে সুখী হয়েছিলেম।

অন। আজ এই অশোক তরুতলে আপনাকে, সখীকে  
ও উভয়ের মেহপুতলি সর্বদমনকে একত্রে দেখে ততোধিক  
সুখী হলেম।

প্রিয়। এত দিনে দুর্কাসার শাপ মোচন হল।

অন। আমাদের আজ আনন্দের সীমা নাই।

কশ্য। রাজন্ দুয়ন্ত, এখন সপুত্র হস্তিনায় গমন কর।

দুয়। প্রিয়দ্বন্দা, অনন্থয়া, উভয়েরই তোমাদের সখীর  
সঙ্গে হস্তিনায় যেতে হবে।

উভ। যে আজ্ঞা।

মাত। মহারাজ, এখন রথে আরোহণ করণ।

[ দুয়ন্ত ও শকুন্তলার কশ্যপকে প্রণাম। ]

কশ্য। জয়ন্ত। দুয়ন্ত, মহেন্দ্র তোমার রাজ্যে সুবৃষ্টি  
করুন, তোমার প্রজারা সুখী হক। শকুন্তলে, তুমি সতীত্বের  
দৃষ্টান্ত স্থল হয়ে স্বামীকে সুখী কর।

[ যবনিকা পতন। ]

